বঙ্গের কলঙ্ক

(কাব্য)



শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়-

বিরচিত।



কলিকাতা ২০১ নম্বর কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

১২৭৭

৩।৪ নং গৌরমোহন মুখার্জির ষ্ট্রীট
মেট্‌কাফ্‌ প্রেসে মুদ্রিত।

আমার

সঙ্গীত-সাহিত্যামোদী, সুকবি

অশেষ গুণালঙ্কৃত

স্বর্গগত পিতৃদেব

ঠাকুর শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

পবিত্র স্মৃতিতে

এই কাব্যখানি

উৎসর্গীকৃত

হইল।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ ;
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা ॥



গ্রন্থকারের নিবেদন।

বঙ্গের কোনও রঙ্গালয়ে একদিন বখ্‌তিয়ারখিলিজির বঙ্গ-রাজধানী-নবদ্বীপ-অধিকার-বিষয়ক কোন এক অভিনয় দেখিতেছিলাম; ঐ অভিনয়ে বঙ্গাধিপ লক্ষ্মণসেনের চরিত্র যে এক অপূর্ব্ব-ভাবে চিত্রিত করা হইয়াছিল তাহা দেখিয়া, জানিনা কেন, মর্ম্মে বড়ই আঘাত পাইয়াছিলাম। হায়, হতভাগ্য বঙ্গদেশের ইতিহাস বিদেশী ও বিধর্ম্মীর হাতে পড়িয়া দীর্ঘকাল যাবৎ এরূপ আকার ধারণ করিয়াছে যে, তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে যাওয়াও অধুনা দুরূহ ব্যাপার। আমি এই সম্বন্ধে যাহা কিছু আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস যে বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত ইতিহাসগুলিতে লক্ষ্মণসেনের চরিত্র ও বখ্‌তিয়ার-খিলিজির বঙ্গাধিকার সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা নিতান্তই কল্পনাপ্রসূত। ঐ বিষয়ের বিস্তারিত প্রমাণাদি দিয়া পোষকতা করিতে যাওয়া ঐতিহাসিকের কার্য্য। কাব্যলেখকের সেই সুবিধা কম। তবে সংক্ষেপতঃ আমি এখানে দুই চারিটি কথা বলিব :—

একমাত্র মুসলমান ঐতিহাসিকগণ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ভিন্ন লক্ষ্মণসেনের সময়ের আর কোন উপযুক্ত ইতিহাস এক-রূপ নাই। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের স্বজাতিবৎসলতা ও হিন্দু-বিদ্বেষ চিরপ্রসিদ্ধ। সুতরাং মাত্র তাঁহাদের বর্ণনা হইতে লক্ষ্মণসেন প্রভৃতির ঠিক চরিত্র নির্দ্ধারিত করিতে যাওয়া কদাপি যুক্তিযুক্ত হইবে না। বঙ্গের ঔপন্যাসিক-গুরু স্বনামধন্য ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়ে অতি আক্ষেপের সহিত লিখিয়া গিয়াছেন—"ষষ্টি বৎসর পরে যবন-ইতিহাসবেত্তা মিন্‌হাজউদ্দিন এরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহা কতদূর সত্য কতদূর মিথ্যা কে জানে? যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্ত্তাস্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ লিখিত হইত? মনুষ্য মূষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই। মন্দ-ভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্ব্বলা, আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্র-ফলক।" প্রকৃতপ্রস্তাবে সতর জন অশ্বারোহিকর্ত্তৃক, অপর কোন প্রকারের সাহায্য ভিন্ন একটা রাজ্যাধিকার কতদূর সম্ভবপর এক-বার এই কথাটা মনে চিন্তা করিলেও কেমন বোধ হয়, পাঠকগণ তাহা বিবেচনা করিতে পারেন। নবদ্বীপের বড় বড় রাজকর্ম্মচারি-গণের সঙ্গে যে যবনগণ গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া বঙ্গাধিকার করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমিত হয়। বঙ্কিম বাবু তাঁহার "মৃণালিনী" নামক গ্রন্থেও তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আর "যবন আসিয়াছে" শুধু এই কথা শুনিয়াই বঙ্গের মত একটী রাজ্যের রাজার হাত হইতে ভাতের গ্রাস পড়িয়া গেল, আর তিনি অন্তঃপুর দ্বার দিয়া

পলায়ন করিলেন,—পাঠক, ইহাও একবার ভাবিয়া দেখিবেন। অধঃপতিত ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গের ইতিহাস যে যেরূপ চিত্রিত করে তাহাই শোভা পায়! লক্ষ্মণসেন প্রকৃতই ভীরু কাপুরুষ ছিলেন কিনা, তাহা মুসলমানের লিখিত ইতিহাস দিয়াই বিচার করুন—"He (Raja) would not listen to their predictions, however, many of his people fled into distant countries" (Ain Akabori) আরও শুনুন—"The nobles and the Brahmins instead of remaining to assist the aged monarch fled with their goods into Orissa,'' (Marshman's History of Bengal) ইহা দ্বারা বুঝা যাইবে যে, লক্ষ্মণসেনের পারিষদ ও অনুচর প্রভৃতির জন্যই তাঁহাকে রাজ্য হারাইতে হইল! নচেৎ দেশের সকলে পলায়মান হইলেও যে বৃদ্ধ ভূপতি রাজধানী ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন না, তাঁহাকে কিসে ভীরু কাপুরুষ বলি? আমি যেরূপ বুঝিয়াছি তাহাই চিত্রিত করিলাম। এখন ইহার বিচারের ভার পাঠকগণের উপর নির্ভর করে। আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিদ্বারা ইহার প্রকৃত মীমাংসা হওয়া সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ কাব্যলেখকের সে বিষয়ের দায়িত্ব অনেক কম।

লক্ষ্মণসেন ও বখ্‌তিয়ারখিলিজি ভিন্ন, গ্রন্থে আর যে সমস্ত চরিত্র অঙ্কিত করা গিয়াছে তাহা সকলই কল্পনা প্রসূত ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। যে কারণে তাহা করা গিয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। গ্রন্থে "লক্ষ্মণসেন" ও "লাক্ষ্মণেয়" এই উভয় নামই

ব্যবহৃত হইয়াছে ; ঐ উভয় নামই যে এক ব্যক্তিরই বটে, তাহা ইতিহাসবিৎ পাঠকগণ অবশ্যই অবগত আছেন।

স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কাব্যতীর্থ আমার এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে কোন কোন ভ্রম দেখাইয়া দিয়া এবং আমার স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ বাবু দীনদয়াল ঘোষ বিশেষ পরিশ্রম সহকারে স্থানে স্থানে সংশোধনপূর্ব্বক গ্রন্থের হস্ত-লিখিত প্রথম কপি প্রস্তুত করিয়া আমাকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

কালীগঞ্জ (ঢাকা)
২৯ শে অগ্রহায়ণ
১৩০৯ সাল।

শ্রীকালীভূষণ শর্ম্মা





বঙ্গের কলঙ্ক।

(কাব্য)

প্রথম সর্গ।

জ্যোৎস্না-বাস-পরিহিতা যামিনী সুন্দরী
চন্দ্রমা-কিরীট পরি' হাসে, বাঙ্গালার
রাজধানী নবদ্বীপ ধামে ; বহে ভাগীরথী
কলুষনাশিনী, কুল কুল স্বরে গাহি'
ধূর্জ্জটি-বিরহগীত ; কিংবা বুঝি ভাবি'
বাঙ্গালার ভবিতব্য কাঁদিছে জাহ্নবী।
তারকাখচিত নীল নভস্তল ঊর্দ্ধে
রাজে চন্দ্রাতপ প্রায়—অনন্ত অসীম।

বহে সুখে গন্ধবহ সুমন্দ গতিতে ;
বীচি-বিক্ষোভিত, জ্যোৎস্না-বিধূনিত, পূত
তটিনীর তীরে রাজে উচ্চ হর্ম্ম্যাবলী,
ঘোষি' সেন-নৃপতির দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপ।
হাসে চাঁদ, হাসে তারা, হাসিছে অম্বর,
হাসে সৌধ, হাসে নদী, হাসিছে ধরণী।

উচ্চ এক সৌধ'পরে সুরমা সুন্দরী,
সেন-সেনাপতি বীরনাথের তনয়া—
বসিয়াছে বীণাহস্তে, উজলিয়া চারু
হিমাংশুর অংশুরাজি ; নভে চাঁদ চির-
কলঙ্কী জগতে, কিন্তু সৌধ'পরে শোভে
অকলঙ্ক মুখচন্দ্র ওই সুরমার।
নীরব আকাশ বায়ু, নীরব যামিনী,
নীরব ধরণীতল, নীরব সকলি।
সুরমার রূপরাশি হেরিয়া প্রকৃতি,
আপন সোহাগে যেন 'পড়িয়াছে ঢলি'।
মরি মরি, বিধি কিরে গড়িলা নিভৃতে,
সুরমার দেহখানি জগৎ ভুলিয়া ?
অথবা কি এই সেই ভুবনমোহিনী,

দেব-দানবের ত্রাস সুন্দ-উপসুন্দে
নাশিতে, সৃজিলা যাঁরে বিধি সযতনে ?
যৌবন জোয়ারে বালা খেলিছে সাঁতার,
নাচিছে তরঙ্গ রঙ্গে। প্রেমে টলমল,
সোহাগেতে ঢল ঢল, আপনাতে যেন
হইয়ে আপনহারা বসেছে সুরমা,
সরল মূরতিখানি সরলতা ভরা।

বাজাইয়ে ধীরে বীণা সুকোমল করে,
পরাণ খুলিয়ে বালা গাইতে লাগিলা :—

(গীত)

ভালবাসা চাইনে কভু
ভালবাসতে চাই।
সুখী হ'তে চাইনে আমি
সুখী দেখতে চাই॥

পরাণ চাইনে পরাণ দিতে চাই,
কাঁদাতে চাইনে কাঁদতে শুধু চাই,
ব্যথা দিতে চাইনে ব্যথা পেতে চাই,
ধরতে চাইনে কাউকে আমি
ধরা-ই দিতে চাই।

"এই যে এলেম তাই—তাই তাই তাই,"
বলিতে বলিতে যুবা হাসিতে হাসিতে
সুরমার পাশে আসি, হ'ল উপনীত,
আহা মরি মনমথ না পুড়িয়া যেন
ত্রিনেত্রের নেত্রোদ্ভূত রোষবহ্নি দাহে
লভিলা বিশ্রাম তথা। ঝণাৎ ঝণাৎ করি'
ছিড়িল বীণার তার; হৃদয়ের তারে
লাগিল ঝঙ্কার; তাই রোষভরে বালা
নিক্ষেপিলা দূরে বীণা; হ'য়ে অধোমুখী
বিধুমুখী তবে এবে বসিলা মানেতে।
ধীরে ধীরে শূরধ্বজ সুরমা-ঈশ্বর
কুড়াইয়া বীণা যত্নে বসিলা আসনে;
বাঁধি' ছিন্ন তারগুলি বিকৃতস্বরেতে
আরম্ভিলা গান যুবা রমণীমোহন :—

(গীত)

নদীয়া-বাসিনী, প্রাণেশ-শাসিনি,
শোনলো সজনি, কই,
এ সুখ দায়িনী, জোছনা রজনী
বহিয়া যাইছে ওই।

উঠলো উঠলো, বসলো বসলো,
রাখলো আমার কথা,
মলয় সমীরে, সোহাগ ছড়া'য়ে,
বাড়াও প্রাণেশ-ব্যথা।
ছড়া'য়ে সুকেশে, কুসুম সুবাসে
হানলো কুসুম শর,
হেরিয়া অমনি চরণে তখনি
লুটাবে লো প্রাণেশ্বর।

"আহা ধূলি লাগে গায়" বলিতে বলিতে,
মানিনীর মানপালা গেল সাঙ্গ হ'য়ে।
"কি হলো কি হলো ওগো—কি আছে দীনের ;
আহা ভাঙ্গা মান খানি যায় গড়াগড়ি,
কি দিয়ে যোড়াব তায়!" কহিতে কহিতে
যুবা সুরমার পাশে বসিলা হাসিয়া।
মানের তুফান তবে থামিল অমনি,
বাহুতে বাহুতে আর আননে আননে,
নেত্রে নেত্রে প্রাণে প্রাণে হইল মিলন।
অবশ পরাণ, প্রেমে আঁখি ঢুলু ঢুলু,
উভে আত্মহারা হ'ল উভপানে চাহি'
এই ভাবে তবে গত হ'ল কতক্ষণ।

সুরমা সুন্দরী তবে সোহাগে ঢলিয়া,
কহিতে লাগিলা চাহি শূরধ্বজ পানে ঃ—
"নেহার নেহার নাথ, নেহার এবার
কিবা অপরূপ সাজে সেজেছে প্রকৃতি,
মলয় পবনে আর সুধাংশু কিরণে
হাসে নিশি গরবিনী, হাসিছে ধরণী।
বিমল চাঁদের সুধা পান করি, যেন
নবদ্বীপ আজি সুখে ভুলিয়া জগত
শান্তিময়ী সুষুপ্তিতে লভিছে বিশ্রাম
শান্তিময়ী প্রকৃতির শান্তির ক্রোড়েতে।"

উত্তরিলা শূরধ্বজ—"কীটক-প্রবিষ্ট
কুটাল যেমন শোভে মানবনয়নে,
যাদঃপূর্ণ সিন্ধু যথা বাহিরে সুন্দর,
যেমতি সতীত্ব হীনা ষোড়শী যুবতী,
তথা নবদ্বীপ-শোভা আজি লো সুরমে!
প্রজ্বলিত হুতাশনে ঘৃতাহুতি-সম,
বিরহীর পাশে পিককুহুরব প্রায়,
রজনীর শোভা আজ দহে মোর প্রাণ।"

"একি কথা প্রিয়তম ?" কহিলা সুরমা
"কি দুঃখ তোমার আজ, ঈশ্বর-প্রসাদে
পিতা মোর ভূপতির প্রিয় সেনাপতি,—
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ তাঁর ; নিজ ভুজবলে
বীর-চূড়ামণি তুমি—বঙ্গের গৌরব,
বৃদ্ধ নৃপতির তুমি প্রধান সহায়,
তাই রাজা আপনার সন্তানের মত
অকৃত্রিম স্নেহ, মায়া করেন তোমারে।
তবে কোন্ দুঃখানল দহে তব প্রাণ ?
কহ নাথ, দয়া ক'রে, কহ তা' দাসীরে।"

উতরিলা সুরমেশ—"বহুদিন মনে
ভাবিয়াছি সে বারতা কহিতে তোমায়,
কিন্তু বলি বলি করি' হয় নাই বলা।
সুরমে, বঙ্গের ভাগ্যে কি লিখেছে ধাতা
কেমনে বলিব তাহা ! সেই দিন হায় !
ভারত-সৌভাগ্যরবি গে'ছে অস্তাচলে,
দিল্লী যবনাধিকৃত হয়েছে যে দিন ;
বঙ্গের ভাবনা এবে ভাবি মনে মনে।"

"অনর্থক চিন্তা তব," কহিলা সুন্দরী,—
"বিভুর প্রসাদে নাথ, বঙ্গে এখনও
ঘটে নাই বীরাভাব। বঙ্গনারীগণ
এখনও বীরপুত্র করেন প্রসব ;
এখনও তাঁরা নাথ ! বীরাঙ্গনা বলি'
লভিছেন খ্যাতি বঙ্গে ; বঙ্গবালাগণ
এখনও বীরপূজা করে ঘরে ঘরে,
বীরত্ব-শোণিতে পূর্ণ ধমনী তাঁদের।"

"সত্য যা কহিলে প্রিয়ে," বলিলা বীরেন্দ্র,—
"বঙ্গবীরগণ দেহে থাকিতে পরাণ
বঙ্গ-স্বাধীনতাধন কে হরিতে পারে ?
কিন্তু শঙ্কা করি শুধু ষড়যন্ত্রিগণে
তাই বলেছিনু কান্তে ! 'কীটক প্রবিষ্ট
কুট্মলের' প্রায় শোভে আজ নবদ্বীপ।
কৃতঘ্নতা মহাপাপে ঘেরেছে নগর,
'বিষকুম্ভ, পয়োমুখ' রাজদ্রোহিগণে
পরিপূর্ণ নবদ্বীপ, ফিরিছে চৌদিকে
যবনের অনুচর ছদ্মবেশ ধরি'

উতরিলা পুনঃ তবে সুরমা সুন্দরী ঃ—
"বিষম বারতা নাথ, হায় বঙ্গমাঝে
আছে এত দুরাচার ? ভাবি নাই কভু !
আহা ! হেন নৃপমণি আছে কি কোথাও ?
বঙ্গাধিপ লাক্ষ্মণেয় নিজগুণ বলে,
আবাল বৃদ্ধের পূজ্য, দয়ার মূরতি,
প্রজার রঞ্জক রাজা ধর্ম্মের রক্ষক,
শিষ্টের পালক সদা দুষ্টের দমক,
হেন নৃপতির রাজ্যে হয় রাজদ্রোহী ?
যবনের ছদ্মবেশী অনুচর হেথা ?
হায় এ সংসারে নহে অসম্ভব কিছু !
ভাল, বলেছ কি নাথ ! এ সব বারতা
মহারাজ-পাশে কভু ? বুঝেছ কি কিবা
তাঁর মনোগত ভাব ? কি আজ্ঞা তাঁহার ?

আরম্ভিলা বীর পুনঃ—"ভয়ে কাঁপে হিয়া
বলিতে এ সব কথা মহারাজ-পাশে।
বঙ্গেশ লক্ষ্মণসেন নৃপতি-রতন !
যদিও তাঁহার এবে জরাজীর্ণ দেহ,
কিন্তু বীর-অস্ত্র-স্রোত এখনও তাঁ'র

নাচায় ধমনী সব—নাচায় পরাণ।
যবনাক্রমণ কথা মন্ত্রণা গৃহেতে
উঠেছিল যেই দিন, কে যেন তখন
নরপতি বৃদ্ধ বলি' যবনের সহ
'সন্ধি যুক্তি যুক্ত এবে' বলেছিলা ভূপে
অহো! সুপ্ত সর্প যথা উঠে গরজিয়া,
শুনি, নর-পদ-ধ্বনি আপন শিয়রে,
তেমতি সে বৃদ্ধ ভূপ সিংহাসন'পরে
রোষারক্ত নেত্রে চাহি' করিলা তর্জ্জন।
কিন্তু হায় নৃপতির বড় দুঃসময়,
ঘরের ঢেঁকিই যত নক্ররূপ ধরি'
গ্রাসিতে উদ্যত আজ বঙ্গ-সিংহাসন।
পদ্মপত্র-জল মত বঙ্গ-ভাগ্যলক্ষ্মী
করে টলমল এবে, না পায় আশ্রয়।
বঙ্গ-স্বাধীনতা ধন যা'বে রসাতলে,
দুঃখ নয় তত তায়, কিন্তু ক্ষোভ মনে
বঙ্গের নৃপতি আর বঙ্গপুত্রগণে,
কাপুরুষ বলি' সবে ঘোষিবে ধরায়
যুগযুগান্তর হ'লে; এরূপে বঙ্গের
যদি হয় নিপতন, তা'হলে তখন

বঙ্গে বীর ছিল বলি' মানব সকল
করিবে বিশ্বাস কভু ? কখনই নয় ;
বঙ্গের পাংশুল সবে বলিবে মো'দেরে।"

কহিতে কহিতে তবে হ'ল কণ্ঠরোধ
নীরবে মুছিলা বীর নয়ন-আসার।
প্রকৃতিও যেন হ'য়ে এদুখে দুখিনী,
বরষিলা শিশিরাশ্রু বৃক্ষপত্র'পরে,
ক্ষণতরে শশধর চাঁপি'হাসি রাশি
লুকাইলা ঘনকোলে ; কাঁদিলা জাহ্নবী,
কাঁদিলা আকাশ, বায়ু, কাঁদিলা ধরণী—
সবে যেন হ'য়ে দুঃখী শূরধ্বজ দুঃখে।
সুরমার সুকোমল প্রাণে যেন আজ
লাগিল আঘাত, সতী কাঁদিলা নীরবে।

কতক্ষণে নেত্রবারি মুছি' সুলোচনা
আরম্ভিলা পুনঃ তবে ঃ—"হায় নাথ, আজ
প্রাণের ভিতর বড় পাইনু যাতনা,
এতদূর অধোগতি হয়েছে বঙ্গের,
ভাবি নাই কভু ইহা। ধিক্ ধিক্ ধিক্

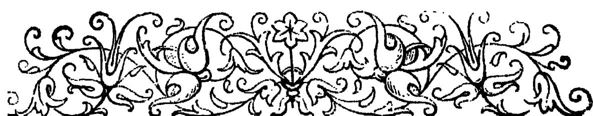
ওই কুলাঙ্গারগণে! আমি যে অবলা,
আমার ও ইচ্ছা হয় নিয়ে অসি করে
উপযুক্ত শাস্তি দেই রাজদ্রোহিদলে।
হায় হায় এত দিনে ডুবিল কি সব?
বঙ্গ-ভাগ্যরবি বুঝি যায় অস্তাচলে।
হায়! বৃদ্ধ ভূপতির এই বৃদ্ধকালে
এই পরিণাম ভালে লিখেছিলা বিধি?"

"কখন না কখন না", গর্জ্জিলা বীরেন্দ্র :-
"যতক্ষণ রক্তবিন্দু বহিবে শিরায়
দেখাইব পাপিগণে এখনও বঙ্গে
আছে রাজভক্ত নর, এখন ও বঙ্গ
হয় নাই বীরশূন্য। ধন্য লো সুরমে,
তুই ধন্যা এই বঙ্গে, বঙ্গ-রমণীর
শিরোমণি তুই প্রিয়ে; বঙ্গের দুখেতে
তাই কাঁদে তোর প্রাণ। হেন নারীরত্ন
উজলে যে দেশ, ধ্রুবংসে দেশের
হয়না পতন কভু; হয়না আবদ্ধ
দাসত্ব-শৃঙ্খলে কভু সে দেশের নর,
যে দেশের নারীগণ করে বীরপূজা,

যে দেশের নারীগণ পুরুষের পাশে
হয় নাই শুধু ভোগ-বিলাস-পুতুল।”

“বঙ্গ জননীর তুমি সন্তান রতন”
কহিলা সুরমা ঃ—“তাই অভাগিনী সদা
আছে চাহি তব পানে, বঙ্গ-রত্ন তুমি ;
কিন্তু শত্রু চারি দিকে, তাই কাঁপে প্রাণ,
কিরূপে রক্ষিবে একা দেশ আর ভূপে,
ভাবি, তাহা মনঃ প্রাণ হইছে ব্যাকুল।
চল নাথ, চল এবে শিবের মন্দিরে,
দেশের মঙ্গল আর নৃপের কল্যাণে
উভয়ে একত্র হ'য়ে ভক্তি ভরা চিতে
ডাকিব পরাণ ভরি, পিনাকী ত্র্যম্বকে।”
উভে উভ হাত ধরি, রতি-কাম-সম
চলিলা মন্দির পানে, সুমন্দ গতিতে।





দ্বিতীয় সর্গ

প্রভাতা শর্ব্বরী এবে নবদ্বীপ ধামে,
রাজকীয় সুমধুর প্রভাত বাদিত্রে
মোহিল শ্রবণ-পথ—পূরিল অম্বর।
ভক্ত দ্বিজগণ দিয়ে নামাবলী গায়,
ধাইলা জাহ্নবী-তীরে, বিভু-গুণ-গান
গাহি' গুণ গুণ স্বরে। নক্ষত্রপ এবে
পশ্চিম গগনে ওই পড়েছে ঢলিয়া,
বিষণ্ণ বদন হায়!—সারা নিশি চাঁদ
খেলি' বিলাসের খেলা, অবসন্ন এবে,
তাই ম্লানমুখে বুঝি করিছে প্রয়াণ।
নবোঢ়া যুবতী এবে হেরিয়া প্রভাত,
আলু থালু বেশে উঠি বসিলা শয্যায় :

মুছে গেছে ললাটের সিন্দূরের ফোঁটা,
খুলেছে কবরী-নীবী। সুখ যামিনীর
বিলাসের ক্রীড়া স্মরি' সরমে যুবতী
গুছাইছে বেশভূষা চকিত পরাণে।
প্রভাতের সমীরণ বহি, ধীর ধীর
জুড়াল তাপিত প্রাণ। রাজপথে তবে
একটী একটী করি, ধীরে ধীরে ধীরে
মানবের স্রোত ক্রমে হ'ল প্রবাহিত।
রাজপুরী মাঝে পশি, বৈতালিকগণ
আরম্ভিলা প্রভাতের স্তুতিগান তবে ঃ—

(১)

গতা বিভাবরী ভূপ! আগত প্রভাত,
ডাকে দ্বিজগণ—বহে মলয়জ বাত,
তরু পুষ্প বর্ষি' করে বিভুস্তুতি,
ভো রাজন্! এবে ত্যজহ সুষুপ্তি।

(২)

ফুটিল কুসুমকুল ছুটিল সুবাস,
চন্দ্রমা লুকাল ওই ত্যজিয়ে আকাশ,
পূর্ব্ব নভে হের অরুণের ভাতি,
ভো রাজন্! এবে ত্যজহ সুষুপ্তি।

(৩)

উদ্যান-বিটপী হ'তে ঝরিছে শিশির,
উড়িছে বিহঙ্গ ত্যজি', আলস্য নিশির,
দেবালয়ে শোন হইছে আরতি,
ভো রাজন্! এবে ত্যজহ সুষুপ্তি।

(৪)

তোমার মঙ্গল তরে দেব অংশুমালী,
উদিছেন হের ওই চৌদিক্ উজলি,
চরাচর সব গায় তব স্তুতি,
ভো রাজন্! এবে ত্যজহ সুষুপ্তি।

(৫)

ইন্দ্র সম তুমি নিয়ে রাজদণ্ড করে,
সন্তান সদৃশ প্রজা পালিছ সংসারে,
তব নামে তারা করিছে প্রণতি,
ভো রাজন্! এবে ত্যজহ সুষুপ্তি।

(৬)

শুভক্ষণ বাছি, তব ভক্ত প্রজাগণ,
আসিতেছে করিবারে রাজ-দরশন,
(তারা) তোমাগত প্রাণ, তোমাতেই মতি,
ভো রাজন্! এবে ত্যজহ সুষুপ্তি।

(৭)

যেমতি কৌস্তুভ শ্রেষ্ঠ মণি-কুল-মাঝে,
তেমতি তুমিও এবে নৃপতি-সমাজে,
(তুমি) প্রাতঃস্মরণীয় হ'য়ে পাল ক্ষিতি,
ভো রাজন্ এবে ত্যজহ সুযুপ্তি।

হেন বৈতালিক গীত শুনিতে শুনিতে
জাগিলা নৃপতি-রত্ন। কতক্ষণে তবে
আইলা বাহিরে রাজা অন্তঃপুর হ'তে।

শত শত কণ্ঠে এবে হ'ল জয়ধ্বনি,
দ্বিজগণ কর তুলি, করিল আশিস্।
কনক-কিরীট পরি, কনক-আসনে
বসিলা বঙ্গেশ, নত শিরে মন্ত্রিগণ
রাজিল দু'পাশে, বন্দী করিল বন্দনা ;
রাজন্য বীরেন্দ্রবর্গ শোভিল চৌদিকে।
কৃতান্ত-কিঙ্কর-সম দৌবারিকগণ
দাঁড়াইল চারিপাশে, বন্দিয়া নরেশে।
মরকত-পদ্মরাগ-খচিত বিতান
শোভে ঊর্দ্ধে ঝলসিয়া মানব-নয়ন।

চামীকর অলঙ্কৃত সুচারু ব্যজন
ঢুলিছে সে সভাস্থল করিয়া শীতল।
এ হেন সভায় আজি শোভিছে বঙ্গেশ
বৈজয়ন্তে ইন্দ্র সম—সুধী লাক্ষ্মণেয়।

রাজ্যের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসি' মন্ত্রীরে,
দৈনন্দিন রাজকার্য্য সাধিলা নরেশ।
হেন কালে সভাস্থলে যবনের দূত
মহম্মদখাঁন আসি' বন্দি' ভূপতিরে,
দাঁড়াইলা নতশিরে। বঙ্গের ঈশ্বর
চাহি' তার পানে তবে লাগিলা কহিতে ঃ—
"কি চাহ যবন-দূত, কিবা প্রয়োজন,
কাহার আদেশে তুমি আইলে এখানে ?
নির্ভয়ে প্রার্থনা তব কর নিবেদন,
যথাশক্তি বাঞ্ছা তব করিব পূরণ।"

অবনমি' শিরঃ দূত আরম্ভিলা ধীরে ঃ—
"মহারাজ, এ ভারত কাঁপে যাঁর নামে,
যাঁর ভুজবল গান করিছে ধরণী,
সে খিলিজি বক্তিয়ার প্রভু এ দাসের,
অধমের নাম ভূপ, মহম্মদখাঁন।

এই লিপি সহ প্রভু পাঠাইলা মোরে
তব পাশে, তেঁই দাস হেথা উপনীত ;
নাহি অন্য ভিক্ষা মোর নৃপতি-রতন !”

শুনিয়া দূতের কথা বঙ্গেশ তখন
আদেশিলা মন্ত্রিবরে লিপি পাঠ তরে।
রাজাজ্ঞায় মন্ত্রী সেই লিপি নিয়ে করে,
বন্দিয়া নরেশে ধীরে লাগিলা পড়িতে :—
“প্রবল প্রতাপান্বিত বঙ্গের ঈশ্বর !
বন্দে তোমা বক্তিয়ার দিল্লী-সেনাপতি।
সর্ব্ব শক্তিমান্ যিনি, তাঁহার প্রসাদে
দিল্লী-সিংহাসনে সবে হইতেছে নত।
বঙ্গও দিল্লীশ পাশে হইবেক বশ
ইহাই ভরসা মম। এক পক্ষ মধ্যে
দিল্লীর বশ্যতা বঙ্গ যদি না দেখায়,
নিশ্চয় জানিও ভূপ, পক্ষান্তর হ’লে,
দাসত্ব-শৃঙ্খলে বঙ্গ চিরকাল তরে
হইবে আবদ্ধ, ইথে নাহিক সংশয়।”

ঘর্ঘর নিনাদে যবে চমকি' চপলা,
ভেঙ্গে ফেলে ভূধরের অভ্রভেদী চূড়া
ক্ষণতরে প্রাণিকুল হয় বিস্ফটস্তিত ;
যবন দূতের এই লিপি-মর্ম্ম শুনি,
তেমতি সে সভাস্থল হইল স্তম্ভিত
ক্ষণতরে ; হিমক্লিষ্ট ফণধর যেন
ডমরুর রব শুনি' চাহে শিরঃ তুলি,'
তেমতি এ বৃদ্ধ ভূপ তুলিয়া বদন
রোষ-কষায়িত-নেত্রে চাহিলা চৌদিকে।

ক্ষণপরে উত্তরিলা বঙ্গের ঈশ্বর ঃ—
"অহো ! এখনও বঙ্গ আছে বিদ্যমান্'
এখনও মহাসিন্ধু-অতল-সলিলে
ডুবিলনা বঙ্গদেশ ? অহো কি আস্পর্দ্ধা !
বঙ্গের শাসন-দণ্ড এবে জীর্ণ বলি'
সাহসে সবল আজি হইল যবন।
ধিক্ এ জীবনে ধিক্, ধিক্ শতবার !
বঙ্গ-সিংহাসন-যোগ্য নহি আমি আর।
ভাবি নাই স্বপনেও, হেন বার্ত্তাবহ
হইবে সাহসী কভু দাঁড়াতে সম্মুখে।

অহো ! জ্বলে দেহ প্রাণ, অসহ্য বারতা !
সেনাপতে, সেনাপতে, কি ভাবিছ আর ?
বঙ্গেশের গর্ব্ব খর্ব্ব হ'ল এতদিনে,
গেল মান, গেল বীর্য্য, গেল আজ সব,
কেশরী-আবাসে দম্ভে পশিল শৃগাল !"

তবে বীরনাথ চাহি' নৃপতির পানে
কহিতে লাগিলা ধীরে ঃ—"মহাপ্রাজ্ঞ ভূপ,
বুঝিলাম এতদিনে বিধাতা নিদয়
হইলেন আজি এই বঙ্গের উপর।
যবনের স্পর্দ্ধা নৃপ ! অসহ্য তোমার—
বঙ্গেশের বটে ইহা চির স্বাভাবিক।
আমি বঙ্গ-সেনাপতি—ছি ছি ধিক্ মোরে !
তাই তুমি সহ এত এই বৃদ্ধ কালে।
কিন্তু যবনের এবে হয়েছে সুদিন
ধীরে ধীরে এ ভারত হইতেছে তাই
যবনের অধিকৃত,—দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ !
কাঁপে আজ এ ভারত থর থর থরে।"

উত্তারিলা লাক্ষণেয় বঙ্গের ঈশ্বর :—
"বীরনাথ, বড় ব্যথা বাজিল মরমে !

বঙ্গের সৌভাগ্যলক্ষ্মী যাঁর পানে চেয়ে
আছে চিরকাল, বঙ্গস্বাধীনতা-দণ্ড
আছে যাঁর করে, অহো এই কি সে বঙ্গ-
সেনাপতির উত্তর? স্বাধীনতা-ধন
সুদুর্ল্লভ এ জগতে, একবার যদি
হারাও তাহায়, আর না পাইবে কভু
জানিও নিশ্চয়; মহাপ্রাজ্ঞ তুমি বট,
দেখহ বিচারি' মনে, কি কব তোমারে?

এতেক কহিয়া রাজা চাহি, মন্ত্রীপানে
কহিলা আবার:—"মন্ত্রী, করহ যতন
অতিথি-যবন-দূতে, লিখিও উত্তর—
'বঙ্গাধিপ লাক্ষ্মণেয় নহে কাপুরুষ।'
এতেক কহিলে ভূপ, নিয়ে সেই দূতে
বাহিরিলা মন্ত্রিবর ত্যজি, সভাস্থল।

তবে বীরনাথ পুনঃ লাগিলা কহিতে:—
"মহারাজ বৃথা মোরে নিন্দ তুমি এবে,
তব সেনাপতি নহে কর্ত্তব্যবিমুখ।
বিভুর প্রসাদে নৃপ! এই নবদ্বীপে

আছে বহু ভক্তবীর, বিশেষতঃ তুমি
নৃপতির শিরোমণি ; ত্যজহ ভাবনা,
এ অধম বীরনাথ থাকিতে জীবিত
বঙ্গ-স্বাধীনতা-ধন কে হরিতে পারে ?"

এবে শান্তধীর রাজসভার পণ্ডিত,
অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ সুধী বৃহস্পতি-সম
কহিলা নরেশে, "ধন্য হে রাজন্ ! তুমি
ধন্য রাজকুলে, তাই করি আশীর্ব্বাদ।
আমার বক্তব্য যাহা করহ শ্রবণ :—
কাল, পাত্র বিচারিয়া জ্ঞানিজন সদা
করেন কর্ত্তব্য স্থির, তাই কহি রাজা,—
বঙ্গের যে দশা এবে তাহাতে তোমার
যবনের সনে বাদ সাজে না কখন।
এবে তব বৃদ্ধকাল, তা'তে নদীয়ায়
নাই উপযুক্ত বীর, আটিতে সমরে
বিজয়-উন্মত্ত ওই যবনের সহ।
তেঁই কহি পুনঃ, ছাড় এ বাসনা ভূপ,
কর সন্ধি উপযুক্ত যবনের সনে
সব দিক্ হবে রক্ষা। আজ কিংবা কা'ল,

একথা নিশ্চয় মনে ভাবিও নরেশ,
যে দশা বঙ্গের এবে, বঙ্গস্বাধীনতা
হরিবে যবন ধ্রুব— নাহিক সংশয়।”

রশ্মিটানে অশ্বসম, ফিরি' আচম্বিতে
নৃপতির পানে, তবে বীর শূরধ্বজ
জলদ-গম্ভীর-স্বরে লাগিলা কহিতে :—
“অসম্ভব অসম্ভব—বঙ্গের মাঝারে
এখনও বাঁচে বীর, এখনও তারা
দেশের মঙ্গল তরে জানে প্রাণ দিতে।
অহো, চিরকাল তরে, যদি বঙ্গ পরে
দাসত্ব-শৃঙ্খল গলে, তবে কোন্ সুখে
আর বহি দেহ ভার? যদি তাহা ধ্রুব,
তবে চল, চল সবে একত্র হইয়ে
ডুবিগে জাহ্নবী-জলে। স্বাধীনতা-ধন—
দুর্ল্লভ রতন ভবে, বহুপুণ্যে জীব
এর হয় অধিকারী। গেলে একবার
আর না পাইবে তাহা কাঁদি' নিশি দিন।
ক্ষুদ্র মধুচক্র যবে আক্রমে মানব,
ওই যে সামান্য পোকা, তা'রাও তখন,

রক্ষিতে আপন ধন দেয় অকাতরে
নিজপ্রাণ বিসর্জ্জন ; পশুপক্ষী আদি
আছে যত জীব ভবে—স্বীয় স্বাধীনতা
রক্ষিতে সবাই সদা করে প্রাণপণ।
আর বঙ্গবাসী শুনি' শুধু যবনের
দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ-কথা, দিবে বিসর্জ্জন
চির-স্বাধীনতা ধন, কাপুরুষ প্রায় ?
ঘৃণায় পূরিল ছি ছি মনঃ প্রাণ সব।
জাগ জাগ বঙ্গবাসী, জাগ একবার,
বঙ্গজননীর যদি হও সুসন্তান,
ধরি' অসি করে, সবে হও আগুসার,
বীর্য্য, শৌর্য্য একবার দেখাও যবনে।
দাঁড়াও হে ভ্রাতৃগণ, দাঁড়াও এবার,
বঙ্গ-স্বাধীনতা-রবি যবন-রাহুতে
গ্রাসিতে উদ্যত আজ। এখনও ভাই,
রয়েছ নিশ্চেষ্ট ভাবে ? দাঁড়াও, দাঁড়াও,
দেখাও দেখাও সবে, স্বদেশের তরে
কেমনে ত্যজয়ে প্রাণ বঙ্গের সন্তান।”

"ধন্য ধন্য শূরধ্বজ" কহিলা বঙ্গেশ,
"তোমা হ'তে সমুজ্জ্বল হ'ল এতদিনে
এই নবদ্বীপধাম ; এস বাপধন,
করি' আলিঙ্গন প্রাণ করি সুশীতল।
বঙ্গবাসী, বঙ্গবাসী, কি ভাবিছ আর,
জাগ জাগ একবার, ত্যজহ ভাবনা ;
এ হেন বীরেন্দ্ররত্ন থাকিতে সহায়,
কে পারে হরিতে আর স্বাধীনতা-ধন ?
বীরনাথ ! ধন্য তুমি, তাই হেন বীরে
করিয়াছ কন্যাদান। যাও সবে এবে
ল'য়ে শূরধ্বজে, কর সব আয়োজন ;
স্বদেশ রক্ষিতে হও বদ্ধপরিকর।"

"চল চল তবে"—পুনঃ কহিলা বীরেন্দ্র ঃ—
"গাহি' স্বদেশের জয় নাচাও ধমনী,
নাচাও বীরের হিয়া—নাচাও বসুধা।
কাঁপাও এ বঙ্গভূমি বীরত্বের দাপে।
উঠ উঠ ভ্রাতৃগণ, পর বীর সাজ,
রক্ষা কর মাতৃভূমি, তাড়াও যবনে।

'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন'
করি' সবে পণ, এবে হও অগ্রসর।
বাজাও সমর-ভেরী রণরঙ্গে মাতি'
জাগাও সুষুপ্ত দেশ বীর হুহুঙ্কারে।"
"জয় বঙ্গেশের জয়" ভৈরব নিনাদে
ধ্বনিল সে সভাতলে পুরিয়া চৌদিক্।





তৃতীয় সর্গ

যবন শিবির মাঝে বিহার প্রদেশে
বসেছেন বক্তিয়ারখিলিজি বিজয়ী,
চাটুকার অগণন বসিয়া চৌদিকে
বাখানিছে খিলিজির শৌর্য্য বীর্য্য যত,
জ্বলিছে আলোক রাজি, গাইছে গায়কী,
ঢালিছে সিরাজীমদ পারিষদগণ,
বিলাসের স্রোত দ্রুত যেতেছে বহিয়া
আনন্দে বিভোর আজ যবন সেনানী।
কেহ হাসে, কেহ গায়, কেহ বা আনন্দে
প্রশংসিছে নর্ত্তকীর রূপগুণরাজি।

ধিন্‌তা ধিন্‌তা তালে নাচিছে রূপসী,
বেহাগ কানেড়ারাগে গাইতেছে গান ;
এস্‌রাজ তানপুরা ধরিতেছে তান
"বাহাবা বাহাবা" শব্দে পড়িতেছে মান
নিরাতঙ্কে মনমথ পশিয়া সেখানে
বিস্তারিছে আপনার প্রভাব আনন্দে।

কবিতে ! তুইত সই জানিস্‌ সকল,
কতবার গেয়েছিস্‌ এইরূপ গাথা।
যে জাতির হেন গাথা গেয়েছিস্‌ তুই
বল্‌ সই, সে জাতির কি হ'য়েছে দশা ?
দরিদ্রের ঘরে এলি যদি দয়া ক'রে
করো'না গো মান ধনি—সন্তাপনাশিনি,
দরিদ্রের কিবা শক্তি সাজাইতে তোরে,
দেবারাধ্যা তুই সই—চিত্তবিনোদিনী।
থাক্‌ সই, সেই কথা কি কাজ গাহিয়া,
দরিদ্রের ঘরে গান শোভেনা কখন।
আয় সই, তোরে নিয়া বসিয়া বিরলে
হতভাগ্য-বঙ্গবার্ত্তা কহিগো দু'জনে।

কতক্ষণে বক্তিয়ার প্রফুল্ল অন্তরে
চাহি' মন্ত্রী তোরাবের পানে আরম্ভিলা :-
"তোরাব, ভাসাও আজি আনন্দের নীরে
বিহার প্রদেশ, এই আনন্দের দিনে।
ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে বাজাও বিজয়-
ডঙ্কা; হাস গাও, কর ক্রীড়া সবে এবে
বিজয়-উল্লাসে; ভীরু কাফেরেরা আজ
বুঝুক সকলে, কত বীর্য্য আমাদের।
বিহার প্রদেশ এবে করতল-গত,
বাকী শুধু বঙ্গদেশ; তাহাতেও ত্বরা
উড়িবে বিজয়-ধ্বজা,—নাহিক সংশয়;
জানি আমি বাঙ্গালীরা অতি ভীরু জাতি।

"নাহয় বিশ্বাস কভু" কহিলা তোরাব,
"বঙ্গদেশ অধিকৃত না হবে হেলায়।
ভীরু বলি' বাঙ্গালীরে না করিও হেলা।
সেনাপতে, বঙ্গদেশ এখনও বটে
বীরত্বের রঙ্গভূমি—তাই বলি পুনঃ
ভীরু বলি' বাঙ্গালীরে তুচ্ছ নাহি ক'র।"

রোষ-কষায়িত-নেত্রে গর্জ্জিলা খিলিজি :—
"মূর্খ তুমি, তেঁই কহ এ হেন বারতা,
ঘৃণায় পূরিল প্রাণ! অকৃতজ্ঞ তুমি,
তাই হেন ধৃষ্ট বাক্য কহিছ নির্ভয়ে।
তোরাব, তোরাব, ভীরু, নীচ কাপুরুষ!
আর কেন বৃথা হেথা, যথা ইচ্ছা তব
কর পলায়ন সুখে, লহগে আশ্রয়
তব বীর কাফেরের; বৃথা কেন প্রাণ,
দিবে বিসর্জ্জন আর থাকিয়া হেথায়।
অহো ধিক্ ধিক্ তোমা ধিক্ শতবার!"

নীরবিলা বক্তিয়ার; যোড়ি' দুইকর
কহিলা তোরাব পুনঃ—"সেনাপতে! বৃথা
মনস্তাপ শুধু আজ প্রদানিলে মোরে,
আমি তব চিরদাস; বিজ্ঞতম তুমি,
তাই তব বাক্যে আজ পাইনু বেদনা।
দেখহ বিচারি' মনে, আত্মদ্রোহে যদি
না মজিত হিন্দুগণ, তবে এ ভারতে
আমাদের আধিপত্য হ'ত কি স্থাপিত?

প্রবল ঝটিকা-বেগে যবে মহার্ণবে
তরঙ্গে তরঙ্গে হয় ঘাত প্রতিঘাত,
অবহেলে ফেণরাশি ভাসে তার'পরে।
তেমতি ভারতে হিন্দু হইলে দুর্ব্বল
ঘোর আত্মদ্রোহে মজি, আমাদের জাতি
ভারতের রাজদণ্ড লইয়াছে কেড়ে।
তেঁই কহিয়াছি প্রভো, বঙ্গদেশবাসী
নহে কাপুরুষ কভু। বঙ্গদেশে বীর,
এখনও আছে বহু ; কিন্তু হায় তা'রা
হা'রায়েছে মহাধন—একতা-রতন !"

হেন কালে মহম্মদ যবনের দূত
প্রবেশিলা তথা ফিরি' নবদ্বীপ হ'তে।
বন্দিয়া খিলিজি বীরে অবনত শিরে,
বঙ্গেশের লিপিখানি রাখিলা সম্মুখে।
শশব্যস্তে বক্তিয়ার নিয়ে লিপি করে
লাগিলা পড়িতে ধীরে। আবার আবার
করি তিন চারিবার পড়িলা যতনে।
ভাতিল বিশাল নেত্র, রোষে বক্তিয়ার
হইলা কম্পিত ঘন, যথা লয়-কারি-

ভূকম্পের পূর্ব্বক্ষণে গরজে মেদিনী,
তথা গরজিয়া রোষে কহিলা খিলিজি ঃ—
"অহো কি আস্পর্দ্ধা মন্ত্রী ! হের কাফেরের,
বামনের সাধ দেখ সুধাংশু ধরিতে,
সামান্য শফরী চাহে নক্রে পরাজিতে !
কি আশ্চর্য্য, যাঁর নামে আজ কাঁপিতেছে
সমস্ত ভারত, তাঁর সহ সাধে বাদ
হীনবল কাপুরুষ বঙ্গের নৃপতি !
এ দুঃখ কি মন্ত্রিবর সহে কভু প্রাণে ?
বিষম রহস্য আজ বুঝিবারে নারি ;
কহ মন্ত্রী, কা'র বলে হ'য়ে বলীয়ান্
হেন দাম্ভিকতা ঘোষে নবদ্বীপ-পতি ?
কিসে এ সাহস আজি তাঁহার পরাণে ?"

উত্তরিলা মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ তোরাব আব্যর ঃ—
"প্রভো, এই হেতু দাস ব'লেছিল তোমা,
ভীরু কাপুরুষ নহে বঙ্গের ভূপতি।
না ভাবিও মনে প্রভো, হেলায় কখন
পারিবে জিনিতে বঙ্গ ;—কখনই নয়।"

গেল চলি' রোষ এবে, চিন্তায় আকুল
হইলা খিলিজি তবে ; কহিলা আবার ;—
"বুঝিনু তোরাব এবে, তাই হ'ল মন
চিন্তায় ব্যাকুল অতি। হায় মন্ত্রিবর,
ধায় যবে তরঙ্গিণী বারিধির পানে
ভেদি' গিরি বনস্থল, সামান্য বল্মীক
পারে কি রোধিতে সেই বেগবতী গতি ?
মোদের প্রতাপ এবে দুর্দ্ধর্ষ ভারতে,
হায় ক্ষোভ হয় মনে, সামান্য বঙ্গেশ
আজি ধরিয়াছে বল, হইয়ে সাহসী
করে অপমান মোর অবলীলাক্রমে !
সহেনা পরাণে জ্বালা, কহ শীঘ্র করি
কি উপায়ে করি এর দণ্ডের বিধান ;
এ হেন আস্পর্দ্ধা তার দেখিবারে নারি।"

কহিলা তোরাব :—"ধীর ভাবে কর এবে
কর্ত্তব্য বিধান, কভু হ'য়োনা উতালা।
শুন মম যুক্তি যাহা,—বঙ্গবাসিগণ
এবে আত্মদ্রোহে রত—এই যা সুযোগ।

ত্বরা প্রেরি' গুপ্তচর, কর বশ ধীরে
বঙ্গেশের পারিষদ সেনাপতি আদি।
তাহা হ'তে অনায়াসে হ'বে বঙ্গজয়,
কণ্টক সাহায্যে যথা তোলয়ে কণ্টক।"

হাসিয়া কহিলা পুনঃ দিল্লী-সেনাপতি ঃ—
"তোরাব, ভেবনা কভু; সে চেষ্টার ত্রুটি
কিছু ঘটে নাই মোর। নবদ্বীপ ধামে
পাঠায়েছি গুপ্তচর লইতে বারতা।"

উত্তরিলা পুনঃ মন্ত্রী ঃ—"ক্ষম এ দাসেরে,
এতদূর না হইলে আজি তব নামে
কাঁপিতনা এ ভারত, ধন্য তুমি প্রভো!
কিন্তু ইহাতেও শুধু না হবে সুফল।
বঙ্গসেনাপতি সহ করিয়া মন্ত্রণা
নানা প্রলোভনে যদি পার তারে বশ
করিতে তোমার, তবে জানিও নিশ্চয়
বঙ্গলক্ষ্মী হ'বে তব অঙ্কেতে, শায়িনী।"

"সেথাও সফল আমি"—কহিলা খিলিজি ঃ—
"বঙ্গ সেনাপতি প্রায় হইয়াছে বশ

নানা প্রলোভনে মোর। এবে তথা মন্ত্রী,
পাঠা'ব বিশ্বস্ত চর, করিবারে সব
কর্ত্তব্য সুস্থির। অতি গুরু কার্য্য বলি,
এসব বারতা যত্নে রাখিনু গোপনে।
না ভাবিও কিছু মনে। কিন্তু এবে ভাবি
কাহারে পাঠাই মন্ত্রী নবদ্বীপ ধামে?
কা'রে করি ব্রতী হেন গুরু ভার দিয়ে,
কে হেন বিশ্বস্ত মোর? তোরাব, তোরাব,
কর আজ উপকার অভাগার তরে,
বাঁধ মোরে আজ চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে।
নিশ্চয় বুঝিনু মনে, তোমাভিন্ন কেহ
নারিবে সাধিতে ইহা; তাই কহি, পুনঃ
যাও ত্বরা নদীয়ায়, করি এ প্রার্থনা,
বিভু যেন মনোবাঞ্ছা পূরান তোমার।"

বিনম্রবচনে পুনঃ বলিলা তোরাব :—
"যেই গুরু কার্য্যে ব্রতী করিলে আমারে
নহে দাস যোগ্য তার; বিশেষতঃ বীর!
অধর্ম্মের পথে ঘটে বহু অন্তরায়।

তবে, তব আশীর্ব্বাদে, প্রাণপণে প্রভো !
যত্ন চেষ্টা করি, দাস দেখিবে নিশ্চয়।”

এতেক কহিয়া মন্ত্রী হইলা নীরব।
নীরব শিবির এবে, আনন্দের স্রোত
গিয়াছে ফিরিয়া সব, বিলাসের স্বপ্ন
ভেঙ্গে গেছে খিলিজির—চিন্তাকুল মন।
বন্দি’ খিলিজিরে তবে সুধীর তোরাব
ত্যজি’ সেই কক্ষতল হইলা বাহির।





চতুর্থ সর্গ

নিশীথে নীরব এবে নবদ্বীপ ধাম,
প্রকৃতি রাজ্ঞীর শোভা, আজ অতি মনোলোভা,
বর্ণিতে কল্পনা তাহা নাহয় সক্ষম।

প্রকৃতি-কিরীটে হাসে পূর্ণ শশধর,
নীলাম্বর-ছত্র শোভে, ব্যজনিছে শাখী সবে,
বিকশিত-কাশতৃণ বিস্তারে চামর।

খচিত তারকারাজি কৌমুদী-অম্বরে,
প্রহরী বিটপী সব স্তুতি গায় ঝিল্লীরব,
রাজ্ঞীর অনিল-দূত নানাদিকে ঘুরে।

তরঙ্গিণী ঘোষে জয় কল্ কল্ রবে,
তল্পে দূর্ব্বা আস্তরণ, তায় সুপ্ত হংসগণ
রজত উপদাচ্ছলে কি সুন্দর শোভে !

সরসী আরসী তাঁর, লতা পুষ্পাবলী
হয়েছে রাস্তার হার, শোভে কুঞ্জলতিকার
অপূর্ব্ব-তোরণ সব, সুন্দর সকলি।

পক্কশস্যক্ষেত্র সব ধনের ভাণ্ডার,
যামতত্ত্ব দিতে সবে, শিবাগণ ডাকে রবে,
নিদ্রার প্রভাবে রাজ্য শান্তির আগার।

দেখহ বিস্ফারি'নেত্র সরসীর পরে
হাসে সুখে কুমুদিনী, কাঁদে দুঃখে সরোজিনী
নেত্র-জল-ধারা বহে শিশির-আসারে।

এই কি সবার গতি, এই কি সংসার ?
কেহ হাসে, কেহ গায়, কারো কেঁদে দিন যায়,
সুখ দুঃখ পরিপূর্ণ সৃষ্টি বিধাতার !

কালি যে জননী অঙ্কে লইয়া কুমার,
নিরখিয়া চাঁদমুখ, ভুঞ্জিত ত্রিদিব সুখ,
দেখ নাকি কোন্ দশা হয়েছে তাহার !

সেই প্রাণাধিক সুতে হারাইয়া আজ,
ছিঁড়িছে কুন্তল পাশ, কাঁদিয়া ভাষায় বাস,
বক্ষে ঘন হানিতেছে করাঘাত-বাজ।

ওই যে দেখেছ ভূপ স্বর্ণসিংহাসনে
প্রতাপে কাঁপিত যাঁর, সুদূর-জলধি-পার,
ক্ষণপরে তাঁর দশা দেখিলে নয়নে ?

হারায়ে বিভব সব ভিখারীর বেশে
অটবী-উটজে থেকে যাপে কাল অতি দুখে
শাকান্নে উদর পূরি' দিবসের শেষে।

অন্যকথা রেখে দেও, ওই যে তপন,
জগতের প্রাণ-দাতা করিয়ে সৃজেছে ধাতা,
কি দশা তাহার কভু করেছ লোকন ?

অরুন্তুদ মহাবল করে গ্রাস তায়,
তিমিরে জগত ঢাকে, ভীত জীব হয় লোকে,
মহাতেজা মার্ত্তণ্ডের এই দশা হায় !

স্রষ্টা বুঝি নহে পটু জগত সৃজনে,
সুন্দরী দামিনী কেন, পরশে সংহারে প্রাণ,
আশ্রয়-পাদপ কেন ভাঙ্গে প্রভঞ্জনে ?

কুরূপ কোকিল কেন, রূঢ় শিখি-স্বর,
শরতে বিমল তনু, চাঁদ শীতে কেন তনু ?
"আশাবৈতরণীনদী" সৃষ্টি কেন তাঁর ?

কেন নাই লক্ষ্মী আর বাণীর প্রণয়,
যে যাহা না চায় ভবে, তার কেন তা' সম্ভবে,
আকাঙ্ক্ষীর বাঞ্ছা কেন পূর্ণ নাহি হয় ?

কল্পনে,
কবির হৃদয় বহ্নি জ্বেলো না গো আর ;
হৃদয়ে পাষাণ চেপে, বিধাতায় ভাগ্য সঁপে
বুঝিয়াছি সুখদুঃখে সৃষ্টি এ সংসার।

জগতের ইতিহাস কর অন্বেষণ,
প্রতি পাতা পড় তার, বহিবে নয়নাসার,
অনিত্য সংসার-গতি করিয়া লোকন।

গিরিশ রোমের তত্ত্ব কর আলোচন—
প্রবল প্রতাপে যারা, কাঁপাইত বসুন্ধরা,
জ্ঞানবুদ্ধি বিদ্যাবল ছিল অগণন।

এ দীন ভারতবর্ষে ছিল একদিন
বীর্য্যবন্ত আর্য্যগণ, কাঁপাইত ত্রিভুবন
বিশ্বব্যাপী জয়ধ্বজা করিয়া উড্ডীন।

এ দেশে গণিত, বেদ, বেদাঙ্গ, জ্যোতিষ,
যোগ, ষড়দরশন, শিখাইত ঋষিগণ,
যাহার সৌরভে এবে পূর্ণ সব দেশ।

এ দেশেই জন্মেছিল গর্গ পাতঞ্জল
শনকাদি ঋষিগণ, মহাজন অগণন,
উপমা যাঁদের নাই খুঁজিয়া ভুবন।

এখানেই ঝঙ্কারিত বীণা নারদের,
এদেশেই গাধিসুত তপে করি' বিকম্পিত
স্থাপিল নূতন ভিত্তি নব স্বরগের।

এদেশেই নিরজন কাননে বসিয়া
জগতের কবিচূড়া সোজা বাল্মীকি বুড়া
গাইলা রাঘবগান জগত পূরিয়া।

এদেশেই মার্ত্তণ্ডের বংশধরগণ
উড়াইয়া কীর্ত্তিধ্বজা, যেরূপে শাসিলা প্রজা,
আর কি কোথাও কেহ দেখিবে তেমন ?

কোথায় সে দাশরথি রঘুধুরন্ধর ?
এখনও যাঁর নামে, আর্য্য সুতগণ নমে
হৃদয়েতে পবিত্রতা লভয়ে অপার।

জগতের ইতিহাস দেখ তন্ন ক'রে,
প্রজারঞ্জনের তরে জায়া নির্ব্বাসিতা ক'রে,
শাসিয়াছে কেবা প্রজা অবনীভিতরে ?

হায় সে অযোধ্যাধাম এখনো বিরাজে,
কোথায় সে রত্ন রাশি, কোথায় বশিষ্ঠঋষি ?
পবিত্র হইত পুরী যাঁর পদরজে !

কোথায় বিধুর বংশ-জাত নৃপগণ ?
যাঁদের হুঙ্কার রবে, ভীত হ'ত দিক্ সবে,
প্রতিধ্বনি জয় ডঙ্কা করিত ঘোষণ।

কোথায় সে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, বৃকোদর ?
কোথায় অর্জ্জুন বীর, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির !
পবিত্র হৃদয় হয় নাম নিলে যাঁর।

হায় হায় কুরুক্ষেত্র, একি দশা তোর ?
কোথা সেই হুহুঙ্কার, ধরা কি শুনিবে আর !
শুনিবে কি ধ্বনি আর সে রণডঙ্কার ?

হেথা কি পাণ্ডবসখা নন্দের নন্দন
ধর্ম্মসিন্ধুমাঝে পশি তুলি' গীতামৃতরাশি,
আদরে কুন্তীর সুতে করাইলা পান ?

কোথা ক্ষত্রকুলোদ্ভব বীরপুত্রগণ ?
বারিধির স্রোত মত্ত, হ'ত যা'রা প্রধাবিত
বিজয় দুন্দুভি রবে পূরিত ভুবন !

কোথা সে নৈমিষবন, কোথা ঋষিচয় ?
আর কি সে বেদধ্বনি শুনিবে ভারত-প্রাণী
ওঁ-কারে পূরিবে আর দিক সমুদয় ?

এই কি সে পুণ্যদেশ জন্মেছিল যথা,
দময়ন্তী সীতা সতী, খনা আর লীলাবতী,
ত্রিলোক এখনো গায় যাঁহাদের গাথা ?

এ দেশে কি কালিদাস, ভারবি, মিহির,
বাণভট্ট, ভর্ত্তৃহরি, মাঘ, বরাহ, মুরারি,
জন্মেছিল অগণন সুত ভারতীর ?

ঐ না সে বৃন্দাবন এখনো বিরাজে,
কোথা আজ শ্রীমাধব, কোথায় সে বংশীরব ?
যাহা শুনি' গোপবালা হারাইত প্রাণ !

জগতের যাহা কিছু গৌরব কারণ,
এ দেশে সকলি ছিল, কালস্রোতে ভাসাইল,
ভারতে নিদয় এবে বড় ভগবান।

আয় লো কবিতে সই, আয় মোর পাশে,
আর কত যাবি সই, এ পথের অন্ত কই?
আয় কাঁদি দুইজনে নিরজনে ব'সে।

ভারতের পূর্ব্বকথা হইলে স্মরণ,
পাষাণ(ও) বিদীর্ণ হয়, হৃদয় ছিঁড়িয়া যায়!
হায় বিধে! তোর কিরে বিচার এমন?

ভাগীরথি!
আর কোন্ সাধে তুমি বহ অনিবার,
আর কি শুনিবে রব, বীর্য্যবন্ত আর্য্য সব
"গঙ্গা মাই" জয়ধ্বনি করিবে কি আর?

তুমি কোন্ সুখে চাঁদ হাসিছ অম্বরে!
নিরমম তব মত, আছে কি জগতে এত,
নহিলে হাসিবে কেন ভারত মাঝারে?

জান নাকি এ ভারত নহে হাসিস্থান,
এখানে হাসিবে যেই, গণ্ডমূর্খ বটে সেই,
তবু পোড়া মুখ! তব হাসির বয়ান?

আজি তুমি এক চন্দ্র ভারত গগনে,
তব মত চন্দ্র শত, ছিল এ ভারতে কত,
সবে অস্তমিত ব'লে হাসি তবাননে?

জাগ বঙ্গ-বারিনিধে, জাগ একবার,
ভাসাও অতল নীরে, হতভাগ্য ভারতেরে
ঘুচাও সকল জ্বালা, কর উপকার।

কবিতে! রাখ লো কথা ক্ষমগো এখন,
স্ম'রে ভাঁরতের কথা, মানসে গাইব গাথা
বহিবে হৃদয়ভূমে শোক-প্রস্রবণ।

চিন্তাকুল বঙ্গাধিপ লাক্ষ্মণেয় এবে;
নিদ্রাদেবী নারে আজ পশিতে সেখানে
যেন ডরি' মনে ঘোর রাজশাসনেরে।
নিবিড় প্রকোষ্ঠে ভূপ আছেন বসিয়া;
পাশে শোভে লক্ষ্মীরূপা রাজার মহিষী—
বিরস বদনা দেবী পতির দুঃখেতে।

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি' তবে বঙ্গেশ্বর
লাগিলা কহিতে ঃ—"হায় প্রিয়ে বুঝিলাম
তুঃসহ মানসানলে দহিতে নিয়ত
বিধি মোরে দীর্ঘজীবী করেছেন ভবে ;
ন'লে এই জীর্ণ দেহ বহি কোন্ সুখে ?
হায় পাপ কলিযুগে দীর্ঘজীবী যা'রা,
তা'দের ললাটে ঘটে বহুবিধ ক্লেশ।
তেঁই বুঝি এখনও বহি দেহ ভার !
প্রবল ঝটিকা যবে বহে ধরামাঝে,
ভঙ্গুর বিটপিরাজি পড়ে ভে'ঙ্গে ভূমে ;
কিন্তু বংশশ্রেণী সেই ঘোর বাতাঘাতে
আছাড়িয়া পড়ে ভূমে ; ছিন্ন পত্র হ'য়ে,
একে অন্যে সহে ঘন ঘাত প্রতিঘাত।
সে দশাই মোর ভালে ঘটে বুঝি এবে।"

উত্তরিলা বঙ্গেশ্বরী ঃ—"এ কি ! কহ নৃপ,
কিছুই বুঝিতে নারি ; বঙ্গেশের হেন
ভীত ভাব কভু দাসী করেনি লোকন,
কাঁপে প্রাণ তাই, নাথ, কি হ'য়েছে বল ?"

"ভয় ? লাক্ষ্মণেয় প্রাণে ?"—গর্জ্জিলা নরেশ,
"অসম্ভব—অসম্ভব। কা'র জন্যে ভয় ?
ছার জীবনের তরে ? লাক্ষ্মণেয় তাহা
পারে অবহেলে দিতে স্বদেশ-কারণে ;
এ জীবনে কভু প্রিয়ে, নিজপ্রাণ-হেতু
ভাবে নাই বঙ্গেশ্বর ; বিভুর প্রসাদে
এখনো ভাবেনা কভু। কিন্তু যে জীবন
'পরে, আছে কোটী জীব করিয়া নির্ভর
তা'দের ভাবনা শুধু ভাবি অনুক্ষণ।
যবন-দূতের, রাজ সভার বারতা,
শুনিয়াছ সব প্রিয়ে, জানিয়াছ সব,
তাই নানা চিন্তা মনে জাগিছে এখন।"
"অহো শুনিয়াছি সব" কহিলা মহিষী :—
"কি আস্পর্দ্ধা যবনের ? জানিনা রাজন
কা'র বলে বলীয়ান্ হইয়ে যবন
দেখাইছে দাম্ভিকতা বঙ্গাধিপ পাশে !
বিষম সাহস ! হায় নাথ, নবদ্বীপ
হইল কি বীর-শূন্য এত দিন পরে ?"

কহিলা ভূপতি :—"হয় নাই বীর শূন্য ;
এখনও নবদ্বীপে—বঙ্গ ঘরে ঘরে,
আছে বহু বীরপুত্র। কিন্তু প্রিয়তমে,
দেশ-রক্ষাভার এবে ন্যস্ত যা'র করে,
সেই সেনাপতি মোর, হারা'য়েছে যেন
উৎসাহ উদ্যম সব। শুনিয়া উত্তর
তা'র রাজ-সভামাঝে হইনু বিস্মিত ;
বিষম রহস্য, নারি কিছুই বুঝিতে।"

আবার কহিলা রাণী :—"তবে কি বিমুখ
এবে বীর বীরনাথ রক্ষিতে স্বদেশ ?
অথবা কি ভীত তিনি যবনের তেজে ?
রহস্যই বটে নাথ—না পারি বুঝিতে।"

"আমিও বুঝিতে নারি, তাই ভাসি ঘোর
সন্দেহের নীরে এবে" কহিলা ভূপাল :—
"চিরদিন বীর বলি', প্রশংসিনু যা'রে,
হেরিয়াছি যা'রে সদা কর্ত্তব্য-নিপুণ,
যাহার প্রতাপে বঙ্গ কাঁপিছে নিয়ত,
স্বদেশের প্রেমে যা'র সদা ভরা প্রাণ,

কেমনে বলিব তা'রে কর্ত্তব্য-বিমুখ
কেমনে বলিব তা'রে আজ রাজদ্বেষী ?"

উত্তরিলা বঙ্গেশ্বরীঃ-"সত্যই কি তবে
বিধাতা নিদয় এবে বঙ্গের উপর ?
হায় নাথ, কাঁপে প্রাণ দুর্ দুর্ করি'।
জাগে হৃদে যবনের আস্পর্দ্ধার কথা।
হায় ভাগ্যহীন বঙ্গ এতদিন পরে
দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হ'বে কি নরেশ ?"

নীরবিলা রাণী এবে, ফেলিলা নীরবে
নেত্রনীর। অধোমুখে রহিলা বঙ্গেশ—
অচল বারিধি-সম অতি স্থির ধীর।
কহিলা আবার রাজা ঃ—"ধন্যা রাণি ; তুমি,
স্বদেশের তরে তব কাঁদে সদা প্রাণ।
ত্যজহ ভাবনা প্রিয়ে, লাক্ষ্মণেয়-দেহে
থাকিতে জীবন, বঙ্গ-স্বাধীনতা-ধন
কাহার শকতি এত, হরিতে হেলায় ?"

"জানি নাথ বীর-অস্ত্রে পূর্ণ তব দেহ"
কহিলা মহিষী ঃ—"কিন্তু তুমি বৃদ্ধ এবে,

কি শক্তি তোমার প্রভো, করিতে সমর ?
কাঁদে সত্য প্রাণ মোর স্বদেশের তরে,
কিন্তু নাথ নারী আমি—নারীর পরাণ
ব্যাকুলিত হয় সদা পতির কারণ।”

বাধা দিয়া তবে ভূপ কহিলা আবার :—
“ছিছি প্রিয়ে, অনর্থক ভাবনায় এবে
হইতেছ আকুলিতা। রাজদণ্ড ন্যস্ত
যাঁর করে, ভবে তাঁ’র ভাবনা অশেষ।
বিশেষতঃ কার্য্যে ব্রতী হইবার আগে
অগ্র পশ্চাতের কথা—জ্ঞানী যাঁরা ভবে—
দেখেন বিচারি’ মনে ; তাই প্রিয়তমে
অশেষ ভাবনা আজ জাগিল হৃদয়ে।
অতুল বীরের পুঞ্জে পূর্ণ নবদ্বীপ,
বীরত্ব যাঁদের গায় সমস্ত ভারত,
যাঁহাদের বীরদাপে কাঁপে বঙ্গদেশ ;
বঙ্গ ঘরে ঘরে বীরপূজা করে সবে,
কি ছাঁর যবনগণ—কি ছার খিলিজি,
আঁটিতে সমরে আর্য্য-শূরগণ সহ ?

ত্যজ শঙ্কা প্রিয়তমে, বিভুর প্রসাদে
বঙ্গ-স্বাধীনতা ধ্রুব রহিবে অটুট।
চল তবে যাই দোঁহে বিরাম মন্দিরে,
দিবসের শ্রান্তি দূর করিব দু'জনে।"

ত্যজি' সেই কক্ষ ভূপ মহিষীর সহ
প্রবেশিলা ধীরে ধীরে বিশ্রাম মন্দিরে





পঞ্চম সর্গ।

ভাগিরথী-তীরে, জিনি' বাসবের পুরী
রাজে সেনাপতি বীরনাথের প্রাসাদ।
সে পুরীর একপার্শ্বে বিরাজে সুন্দর
শূরধ্বজ-সুরমার প্রকোষ্ঠ শান্তির।
চারি দিকে তা'র শোভে নানাবিধ তরু',
পাশে রাজে শোভাময় কুসুম-উদ্যান।
নাহি পশে নগরের কোলাহল তথা,
মূর্ত্তিমতী শান্তি যেন বিরাজে চৌদিকে।

প্রভাতে অলিন্দে বসি' সুরমা-সুন্দরী
বিনাইছে কেশরাজি। পার্শ্বে উপবিষ্টা
চিত্রলেখা, সুরমার বাল্য-সহচরী।

কত কথা, কত বার্ত্তা কহিছে দু'জনে
প্রাণের কপাট খুলি', সে নিভৃত স্থানে।
পূত জাহ্নবীর পূত-জলকণা-বাহী
ধীর বায়ু, মাখি' অঙ্গে কুসুম-সুবাস
সুধীরে খেলিছে সেথা। নবীন ভানুর
নবীন কিরণ, বৃক্ষ অন্তরাল দিয়া
পশি' করে ঝিকি মিকি। পাপিয়া, দয়েল,
পিক আদি পাখী সব গাইতেছে গান।
পত্রে পত্রে টুপ্ টুপ্ ঝরিছে শিশির,
গুন্ গুন্ রবে, ধীরে ফিরিছে দ্বিরেফ,
লুটিয়ে ফুলের মধু মনের হরিষে।

"হের হের সই, ওই কুসুম-নিকর"
আরম্ভিলা চিত্রলেখা :—"আপনি আপনি
ফুটি,' হাসিতেছে সুখে উদ্যান মাঝারে,
সোহাগে ঢলিয়া কেহ লুটায় ভূতলে।
কেহ বা নিঃস্বার্থভাবে বিলায় সুবাস
তুষিয়া মানব-মন। সুখের জনম
সই, ভবে ইহাদের! ইচ্ছা হয় মনে,
ফুল হ'য়ে লভি জন্ম অবনী-মাঝারে।"

"না না সই, আমি কভু" কহিলা সুরমা :—
"নাহি চাই ওই ছার কুসুম-জীবন।
আপনি ফুটিয়া র'লে কানন-মাঝারে
কেন ফোটা তবে ? আর সোহাগেতে বনে
পড়িলে ঢলিয়া শুধু আপনা আপনি
কেন ঢলা তবে ? আর আপনা আপনি
হাসিলে কাননে শুধু, কেন হাসা তবে ?
পুড়িব মরমে ভবে দিবস রজনী,
ফেলিব নয়ন বারি ভাসায়ে মেদিনী,
তবু নাহি বাঞ্ছা করি কুসুম-জনম।"

"কেন সই হেন ভাষ ?" উত্তরিলা সখী,—
"চির পরাধীনা হেয় নারী-জন্ম হ'তে
স্বাধীন কুসুম-জন্ম নহে কি উত্তম ?
পরমুখপ্রেক্ষী নারী এই ধরাতলে ;
পরের সুখেতে সুখ, পর দুঃখে দুখ
ভুঞ্জে নারী চিরকাল অবনীমণ্ডলে।"

"স্বাধীনতা—এ জগতে ত্রিদিবের ধন,
কাম্য সদা সকলের" বলিলা সুরমা :—

"কিন্তু সই, প্রেমরাজ্যে সব বিপরীত।
সেথা কেহ নাহি চায় স্বাধীনতা-ধন।
পরের দুঃখেতে যা'র না গলে হৃদয়,
পরনেত্রে জল হেরি' যাহার নয়নে
ঝরেনাকো অশ্রুবিন্দু, পরের ব্যথায়
পর যাতনায়, যে-বা না হয় ব্যথিত,
জনমে তাহার ধিক্! এ ছার পরাণ
যদি নার প্রদানিতে পরের চরণে,
কিবা প্রয়োজন প্রাণে? বনের কুসুম
যদি না ছুঁইল কভু দেবতা-চরণ,
তবে কি গৌরব তা'র? সই, হের ওই
সরোজিনী হাসিতেছে—কি সুন্দর মরি!
মৃদুল হিল্লোলে দুলি' হেলিয়া দুলিয়া।
আহা! সতী সদা আছে চাহি' ভানু পানে,
দরশনে তাঁর সতী লভয়ে জীবন,
অদর্শনে তাঁর সদা হয় অচেতন;
তাই বলি সরোজিনী আদৃতা কবির;
তাইলো গৌরব তার ধরণী-মাঝারে।
না থাকিলে সহকার মাধবীলতার
শোভা কভু থাকিত কি দেখ বিচারিয়া।

চিত্রলেখা মনে মনে কহিলা এবার ঃ—
"ধন্যা তুমি সতি, ভবে, ধন্য শূরধ্বজ !
তাই লভিয়াছে তোমা হেন পত্নীধন।
সুরমার বাক্যাবলী শুনিয়া শ্রবণে
জাগে মনে সীতা আর সাবিত্রী কাহিনী,
জাগে মনে ভারতের সতীগণ-কথা।"
এবে পুনঃ সুরমারে কহিলা সুনেত্রা ঃ—
"সত্য যা কহিলে সই, কিন্তু ফুলবাশি
আপন প্রাণেতে থাকে আপনি বিভোর,
সংসার গঞ্জনা নাহি সহে নারীসম।"

উত্তরিলা পুনঃ তবে সুরমা সুন্দরী ঃ—
"ধিক্ সে পরাণে ধিক্ ! কৃপণের ধনে
কভু আছে কিলো সার ? সত্য বটে তা'রা
নিজের সঞ্চিত ধনে থাকে সদা সুখী ;
কিন্তু যা'রা অর্থরাশি পরের কারণে
বিলাইছে অকাতরে, তা'দের হৃদয়ে
বিমল স্বর্গীয় সুখ বিরাজে নিয়ত ;
তেমতি প্রেমের রাজ্যে কৃপণতা কভু
নাহি পায় ঠাঁই সই ! দাম্পত্য-প্রণয়

দেবের দুর্ল্লভ ধন—নিত্য দুঃখময়
অনিত্য সংসারে শুধু দাম্পত্যপ্রণয়—
একমাত্র স্বর্গসুখ। অট্টালিকাবাসী
অতুল বিভবশালী রাজা আর রাণী,
নহে কভু সুখী, ওই উটজনিবাসী
পবিত্র-দাম্পত্য-প্রেম-উপভোগী দীন-
দম্পতীর পাশে। তাই বলি সই, পুনঃ,
ও পরাণ যদি নাহি পার মিশাইতে
পরের পরাণে, তবে বৃথা এ জনম!
তবু যদি বল সুখী ওই বনফুল,
আমিও তোমায় তবে বলিব বাতুল।

চারুনেত্রা চিত্রলেখা কহিলা সখীরে ঃ—
"এত যদি না হইবে তবে কি-লো এই
ভূতলের স্মর ধীর শূর শূরধ্বজ
বাঁধা থাকে তবপাশে? না হবেই কেন?
ও মুখ-চন্দ্রমা হেরি' আমি যে রমণী,
আমারও ইচ্ছা হয় লভিতে জনম
পুরুষ হইয়া ভবে। ইচ্ছা হয় মনে
ও রূপসাগরে সুখে খেলিতে সাঁতার।"

চাহি, চিত্রলেখা পানে হাসিয়া তখন
কহিলা সুরমা সতী, "বটে ! এই মুখে
কুসুম-জনম পে'তে হয়েছিল সাধ ?
হাসা'লে এবার সই—নারীরূপ হে'রে
নারী মজে, কোন দিন শুনি নাই হেন,
হেন রসিকতা কবে শিখেছিলে বোন্" ?

উত্তরিলা চিত্রা পুনঃ "এই আজ কাল,
তব সঙ্গে থাকি' বোন্ শিখিয়াছি কিছু।
নারীরূপে মজে নারী, তুচ্ছ ওই কথা,
একবার স্থির হ'য়ে দর্পণেতে যদি
হেরিতে ও চাঁদমুখ, দেখিতে তখন
নিজরূপ হে'রে নিজে মজয়ে কেমনে"।

"ছাই কথা তব" রোষে কহিলা সুরমা
"রূপ রূপ রূপ, শুধু ওই এক কথা,
দিবানিশি যেন লেগে আছে মুখে তোর।
রূপ কি কখনো পারে মজাইতে জীবে ?
রূপের প্রতাপ অতি ক্ষীণস্থায়ী ভবে ;
কিন্তু তা'র সে প্রতাপ, জ্বলন্ত অনল-
সম, দিলে হাত তা'তে না বুঝিয়া আগে,

নিশ্চয় হইবে দগ্ধ। তার সাক্ষী ওই
পতঙ্গ-নিকর। শুধুরূপে মজি' দেয়
জ্বলন্ত পাবকে প্রাণ উন্মত্ত শলভ !
চিত্রে, প্রেম-রূপ-কথা নিয়ে শুধু চাহ
কি কাটা'তে কাল ? ছিছি ধিক্ সখি ! তোরে।
যৌবন-গর্ব্বিতা নবযুবতীর প্রায়,
চাহ শুধু খেলিবারে পঞ্চশর-খেলা ?
ইহা নহে সেই স্থান। সুরমার পুরী
নহে সদা মন্মথের ক্রীড়াভূমি সই !
দেশের যে দশা এবে, তা'তে সারাদিন,
শুধু রসিকতা আর নাহি লাগে ভাল।"

"লেগেছে মরমে বড় !" উত্তরিলা চিত্রা :—
"তাই বুঝি এবে এত বক্তৃতার ঘটা !
এ বসন্তে পরভৃত বিনা অন্য খগ,
ডাকিলে করেলো শুধু কাণ ঝালাপালা ;
জানি আমি, থাক্ তবে। চমকিল প্রাণ,
আবার কি হ'ল বঙ্গে, কহ ব্যক্ত ক'রে।
সই, ভাবিওনা কভু, কর্ত্তব্য আপন
হইবে বিস্মৃত চিত্রা। যত দিন ভবে

ধরিব পরাণ, সখি, জানিও নিশ্চয়,
নিয়ত সঙ্গিনী চিত্রা রহিবে তোমার।”

“আর কি হইবে বঙ্গে” কহিলা সুন্দরী
“যা’হ’বার তা’হয়েছে, জানত সকল।
যাহা মম অভিলাষ কহিয়াছি সব ;
আজ রজনীতে, চল নগর মাঝারে,
পশিয়া গোপনে করি তত্ত্ব অন্বেষণ ;
বৃথা কালক্ষয় আর নহে সমুচিত।”

“তব অভিলাষ সই!” আরম্ভিলা চিত্রা :—
“বলেছ কি নাথে তব ? কার্য্য অতি গুরু!
জনক তোমার সখি! জানিলে এ সব,
বিপরীত ফল তবে ঘটিবে নিশ্চয়।
ভেবনা কখন, চিত্রা মনে ভীতা হ’য়ে
কহিছে এমন ; স্বামী, স্ত্রীজাতির গুরু,—
তাই জিজ্ঞাসিনু তোমা,—স্বামী উপদেশ
নিয়েছ কি কভু সই এসব বিষয়ে ?”

“সকল বিষয়ে সদা স্বামীর সহায়
হওয়া(ই) নারীর কার্য্য”—ভাষিলা সুরমা :—

"এবে তিনি আপনার কর্ত্তব্যে নিয়ত
অতিব্যস্ত ; বিশেষতঃ স্বামীর কারণে,
দেশের কারণে, পূজ্য রাজার কারণে,
যদি কিছু মোরা, পারি করিবারে, তা'তে'
কভু রুষ্ট তিনি সই, না হবেন ধ্রুব।
পিতার কাহিনী—ছেড়ে দাও সে সকল !
পিতা—তিনি পূজনীয় সদা আমাদের।
তাঁর কথা থাক্ শিরে, না বলিও আর !"

"বাখানি তোমারে সই" উত্তরিলা চিত্রা,—
"রমণীর শিরোমণি এই বঙ্গে তুমি !
তোমার ইচ্ছায় আর নাহি দিব বাধা,
ভাল মন্দ বিচারিয়া করিও সকল।
যেই কার্য্যে ব্রতী হ'তে যাইতেছ সই,
অতি গুরুতর তাহা ভাবিও মনেতে।"

"নাহি করো শঙ্কা মনে" রোষিলা যুবতী ;—
"পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশে, বিশেষতঃ পুনঃ
খ্যাত আর্য্যবংশে মোরা ল'ভেছি জনম।
যে ভারত তেজে সদা কাঁপিত বসুধা,
যার বীরগানে মুগ্ধ জগত নিবাসী,

সভ্যতা-আলোকে যা'র আলোকিত ধরা
সেই আর্য্য দেশে লভি' জন্ম, কেন হও
চিতে ভীত অকারণ ? পূত ভাগিরথী
বহে যথা, পুণ্যবান্ হিন্দু-নরপতি
শোভে যেই সিংহাসনে, কাড়ি' ল'বে তাহা
দুর্ব্বৃত্ত যবন ? অহো সিংহের আসনে
বসিবে শৃগাল আসি' ? ইহাও কি হায় !
সহেলো কখন, সই ? কি ছার পরাণ,
দেশের গৌরব যদি নাহি র'ল সই !
পরে যদি বঙ্গ চির-দাসত্ব-শৃঙ্খল,
ঘৃণিত পরাণে তবে কিবা প্রয়োজন ?
কি ভয় কি ভয় সই, কি ভয় কি ভয় ?
সাহসে বাঁধিয়া হিয়া হও অগ্রসর।"

শুনিয়া রামার সেই উৎসাহের বাণী,
নাচিল চিত্রার দেহ, পণব-নিনাদে
যথা নাচে ফণধর। উভে উভ হাত,
ধরিয়া চলিলা দোঁহে ; আহা মরি যেন,
নন্দনকানন হ'তে দুইটি অপ্সরা
ত্যজিয়া বিলাস-খেলা চলিলা সত্বর।



ষষ্ঠ সর্গ।

গভীর নিশীথে বসি' আপন আলয়ে,
সেনাপতি বীরনাথ করিছে মন্ত্রণা
যবনের গুপ্তচর, চতুর কপটী
ধূর্ত্ত তোরাবের সহ। নিভৃত প্রকোষ্ঠ ;
দুই জনে বসি' তথা মীমাংসিছে এবে
নিরালম্ব বঙ্গভাগ্য অতি সংগোপনে।
হায় এ সংসার কিবা ভয়ঙ্কর স্থান !
অধম মানব তা'তে আরো ভয়ঙ্কর ;
মানব—ধাতার এক অপূর্ব্ব বিধান।
দুরারোহ হিমালয়-শৃঙ্গ কিংবা ওই
অগাধ সাগর, নহে অগম্য নরের।

সংসারে ত্রিদিব কিংবা রৌরব সৃজন,
মানুষ সকল(ই) পারে। দেখহ চাহিয়া,
এ সংসার বিপণিতে যেরূপ মানব
তুমি চাহ দেখিবারে, অনায়াসে পা'বে
তাহা, কভু নাহি হ'বে বিমুখ তাহায়।
পিতৃভক্ত, পিতৃঘাতী, নাস্তিক, আস্তিক,
জিতেন্দ্রিয়, কামাসক্ত, দয়ালু, নির্দ্দয়,
রাজভক্ত, রাজদ্রোহী, সরল, কপটী,
ধনী, দীন, সাধু, চোর, বীর, কাপুরুষ,
দানশৌণ্ড, কিম্পচান, সুবোধ, অবোধ,
বিদ্যাবান্, গণ্ডমূর্খ, ধার্ম্মিক, অধর্ম্মা—
যাহা চাহ তুমি, সব মিলিবে হেলায়,
কাহারো অভাব হেথা না পা'বে দেখিতে।

কতক্ষণে আরম্ভিলা কহিতে তোরাব :-
"সেনাপতে, বঙ্গে বীরচূড়ামণি তুমি,
তব যশোগীতি গায় সমস্ত ভারত।
দরিদ্রের ঘরে যথা চন্দ্রকান্তমণি,
তথা তুমি এই বঙ্গে। প্রভু মোর অতি
গুণগ্রাহী, তাই তব গুণগ্রাম শুনি',

বিমোহিত তিনি আজ। অযতনে হেন
দুর্ল্লভ রতন আছে হতাদরে বঙ্গে,
জানি' ইহা প্রভু মোর বড়ই ব্যথিত।
বীরনাথ, কহিয়াছি সকল বারতা,
দিল্লীশের, খিলিজির, খ্যাতি তুমি সব
হয়েছ বিদিত। কহ কি ইচ্ছা তোমার ?"

উত্তরিলা ধীরে তবে এবে বীরনাথ :—
"চরিতার্থ আমি দূত! ভুবনবিখ্যাত
প্রভুর আদরে তব। ধন্য আমি এবে,
তাঁহার সম্মান লভি'। কিন্তু প্রভু তব,
শপথ নিজের শেষ পালিবেন কি না
এ সন্দেহ মাত্র মনে জাগিছে এখন।"

কহিলা তোরাব শুনি' :—"ছি ছি সেনাপতে,
হেন কথা মনে কভু নাহি দিও স্থান,
তা' হ'লে তোরাব কভু হেন কার্য্যভার
লইত না শিরে ; বীর, জানিও নিশ্চয়,
ইহা নহে বাঙ্গালীর শঠতা, চাতুরী ;
ধর্ম্মসাক্ষী করি' কহি, না ভাবিও দ্বিধা।

দেখহ বিচারি' মনে, এবে এ ভারতে
কা'র হেন আছে শক্তি আঁটিতে সমরে
দিল্লীশ্বর সহ, কিন্তু প্রভু মোর শুধু
মুগ্ধ হ'য়ে তব গুণে, সরল হৃদয়ে
করেছেন যাচ্ঞা তব বন্ধুত্ব-বন্ধন।
বিজ্ঞ তুমি, আমি তোমা কি বলিব আর ?"

বীরনাথ তবে পুনঃ লাগিলা কহিতে ঃ—
"বুঝিয়াছি সব দূত ; নাহি মনে দ্বিধা,
ধর্ম্মসাক্ষী করি' কহি, আজি হ'তে আমি
হইলাম খিলিজির চির সখা ভবে,
হইলাম দিল্লীশের চির আজ্ঞাকারী,
বিকাইনু বঙ্গদেশ চরণে তাঁহার।"

অহো ! এখনও ওই অট্টালিকা-চূড়া
পড়িলনা ভাঙ্গি' কেন পাপিষ্ঠের শিরে,
কৃতান্ত-কিঙ্কর কেন এখনও আসি'
লইল না দুরাত্মারে অনন্ত রৌরবে ?
হায় ! মূঢ় বুঝিল না, একটী বাক্যেতে
তা'র, যাহা হারাইল আজি বঙ্গদেশ,

যুগ যুগান্তরে কভু না হ'বে পূরণ
তাহা ; চিন্তিলনা পাপী পরিণাম কভু।

তোরাব আবার এবে লাগিলা কহিতে :—
"বীরনাথ, বড় সুখী হ'নু আজ তব
অকৃত্রিম বন্ধুতার নিদর্শন পে'য়ে।
দিল্লীশ, খিলিজি উভে ধন্য হ'ল আজ
তব সম বীরেন্দ্রের সখ্যে বদ্ধ হ'য়ে।
যশোগীতি তব বহু, বহুদিন হ'তে
ছিলাম শুনিতে শুধু, কিন্তু আজ তব
প্রিয় সম্মিলনে, হ'নু চরিতার্থ মোরা।
এবে বন্ধু তুমি, তাই জিজ্ঞাসি তোমারে
কহ কি উপায়ে হ'বে উদ্দেশ্য সাধিত ?
এই যামিনীতে বীর, স্বাক্ষরিয়া উভে
সন্ধিপত্র, এস করি কর্ত্তব্য সুস্থির।"

উত্তরিলা বীরনাথ :—"বীরবর, এবে
বঙ্গের শাসনভার, বটে ন্যস্ত বৃদ্ধ
ভূপ লাক্ষ্মণেয়-করে ; কিন্তু বাঙ্গালার
নামে মাত্র রাজা তিনি। প্রকৃত শাসন

দণ্ড রহে মোর হাতে ;—একটী বাক্যেতে
পারি ডুবাইতে বঙ্গ জাহ্নবীর নীরে,
পারি কেঁড়ে নিতে ওই জীর্ণ সিংহাসন।
কিন্তু প্রভু বলি' শুধু করিয়াছি ক্ষমা
এতকাল। দূতবর, আরনা, আরনা,—
সহিয়াছি বড় আমি দ্বেষ অপমান,
সহিয়াছি বহুবার লোকের গঞ্জনা,
দহিয়াছে নৃপতির বাক্যানলে প্রাণ,
তাই সখ্যে তোমাদের বদ্ধ হ'নু এবে।
নির্ভয় অন্তরে দূত! প্রবেশিও সবে
নদীয়ায়, জে'নো স্থির, একটী প্রাণীও
কভু রোধিবেনা গতি, আমার আদেশে।"

বলিলা তোরাব পুনঃ—"সেনাপতে, প্রাণে
পাইনু আশ্বাস এবে, কিন্তু বীরবর!
এ বিশাল রাজ্য মধ্যে কেহ নাহি আর
দাঁড়াইতে প্রতিকূলে, এ নহে সম্ভব।
তপন হইতে আর মঙ্গল-নিদান
আছে কি জগতে কেহ? কিন্তু আছে তাঁর
ঘোর শত্রু ওই রাহু, আর মেঘমালা!

আরও দেখহ ভাবি'—বারিদ-নিকর
যে ভানু হইতে শুধু লভয়ে জনম,
সময়ে তা'রাও পুনঃ অবলীলাক্রমে
রোধে সেই মার্ত্তণ্ডের ময়ূখ-মালায়।
তেঁই কহি বীরবর, এ সংসার-মাঝে
বহুজন-কার্য্যভার ন্যস্ত যা'র শিরে,
অসম্ভব তাঁর সদা শত্রুহীন হ(ও)য়া।"

কহিলা আবার বঙ্গ-সেনাপতি তবে ঃ
"সত্য যা কহিলে দূত, শত্রুহীন নর
দুর্ল্লভ সংসার মাঝে। শত্রুমিত্র কে-বা
ভবে, পরিচয় তার, দুঃসময় বিনা
কভু নাহি যায় জানা। আবার সংসারে,
বহিঃশত্রু হ'তে সদা গৃহশত্রুগুলি
অতীব ভীষণ। যেই শৃঙ্গ কুরঙ্গের
অঙ্গের ভূষণ, তাহা কভু যদি বনে
হয় বদ্ধ লতা-মাঝে, ব্যর্থ হয় তবে
মৃগের প্রয়াস সব পরাণের তরে।
তাই কভু জাগে মনে গৃহ-শত্রু-কথা ;
কিন্তু বৃথা সে ভাবনা ; যাও বীরবর,

কহগে প্রভুরে তব, নিরাতঙ্কে যেন,
প্রবেশেন হেথা তিনি—আমি বন্ধু তাঁর।”

“সে ভাবনা বীরনাথ, একবারে কভু”
কহিলা খিলিজি-চর ঃ—“ঠেলিওনা পায়।
তব গৃহ-শত্রু নহে সামান্য মানব,
নহে সে কখনো হেয় ভীরু কাপুরুষ।
জামাতা তোমার বটে বীরকুলমণি ;
নির্ভয় অন্তর তাঁর প্রবল প্রতাপ।
বঙ্গ-সেনাপতি তুমি যদিও এখন,
তব সনে বৈরীভাব সাধিবারে কেহ
যদিও নাহিক বঙ্গে, তথাপি কখন
ভাবিও না আপনারে নিষ্কণ্টক বলি’।
কালচক্রে যদি এই শূরধ্বজ তব
দাঁড়ায় বিপক্ষে, তবে জানিও নিশ্চয়
সহজে না হ’বে তব শপথ পূরণ।
তাই কহি বীরনাথ, থে’কো সাবধানে।”

হাসিয়া কহিলা এবে বঙ্গ-সেনাপতি ঃ-
“জানি আমি সব দূত, জানি পাপিষ্ঠেরে,

দাঁড়াবে সে প্রতিকূলে ইহাও নিশ্চয় ;
কিন্তু বৃথা সে সকল। সৈনিক বিভাগে
যা'রা শ্রেষ্ঠ কার্য্যে ব্রতী, সবে পক্ষ মোর,
সবাই এ কার্য্যে আজ সহায় আমার।
তবে আর কেন দূত, ভাব অকারণ ?
চল উভে সন্ধিপত্রে করিয়া স্বাক্ষর
করিগে কর্ত্তব্য স্থির।" তবে উভে ত্যজি'
সেই কক্ষস্থল, ধীরে হইলা বাহির।

হায় বীরনাথ ! কভু মুহূর্ত্তের তরে
ভাবিলে কি হৃদে কিছু ? চিন্তিলে কি কভু—
কি ভীষণ পাপার্ণবে করিছ প্রবেশ ?
বারেক ফিরিয়া চাহ রাজপুরী-পানে,
স্মর একবার মনে, সেই ধর্ম্ম-ভীরু
ভূপতির মনোহর সরল বদন।
কেমনে রে পাপী ! বল কেমন করিয়ে
ভুলিলি সকল, ধর্ম্মে দিলি জলাঞ্জলি ?



সপ্তম সর্গ।

নদীয়ার রাজপথে নিশীথ সময়ে,
বাহিরিলা অশ্ব-যানে যুদ্ধ-সাজে সাজি'
সখী চিত্রলেখা সহ সুরমা সুন্দরী।
অপরূপ রূপরাশি হেরি' উভয়ের,
সরমে শশাঙ্ক ক্ষণে লুকায় অম্বরে।
কঞ্চুকে কোমল দেহ ঢেকেছে সুরমা,
সারসনে ক্ষীণ কটি এঁটেছে যতনে,
আবরিয়া ফলে পীনপয়োধরদ্বয়;
স্বর্ণময় কোষে শোভে তীক্ষ্ণ চন্দ্রহাস
কুসুম আবৃত কাল-ফণধর-সম,
শোভে শিরে শিরস্ত্রাণ ঝলসি' নয়ন।
প্রফুল্ল গোলাপ যথা কণ্টকের মাঝে,

ভুবন মোহিনী সতী সুরমার তথা
সুকোমল অঙ্গখানি শোভে বীরসাজে।

তবে চিত্রলেখা হাসি' কহিলা বালায় ঃ—
"বন্দি' সেনাপতে, কহ কি আদেশ এবে?
সর্ব্বজয়ী তুমি,—সাক্ষী তার ভ্রূযুগল।
ওই যে নয়নবাণ—কি ছার ইহার
কাছে সেই ব্রহ্মবাণ, "নিষ্পাণ্ডবা হও"
বলি', যাহা দ্রোণ-সুত নিক্ষেপিলা রোষে!—
কা'র সাধ্য ভবে দাঁড়া'তে সম্মুখে?
আজি শূরধ্বজ বীরে পাইলে এখানে,
বীরত্ব তাহার কিছু লইতাম বুঝি';
দেখিতাম এ বঙ্গের শ্রেষ্ঠ বীরবর
পারে কি সহিতে ওই তীক্ষ্ণ বাণাঘাত,
পারে কি সহিতে ওই কটাক্ষ-টঙ্কার!"

কহিলা সুরমা "ছি ছি, সই, একি হাসি
খেলার সময়? যেই গুরুতর কার্য্যে
ব্রতী আজি মোরা, কর তাহার চিন্তন।
কর্ত্তব্য বিস্মৃত কভু হ'য়োনা লো সই।

ঐ ঐ শোন, নবদ্বীপ কাঁদিছে নীরবে,
কাঁদিছে জাহ্নবী আজি কুল কুল নাদে,
কাঁদে বঙ্গ নিরাশ্রয় আশ্রয়ের তরে!
(হ'য়ে) আর্য্যনারী, সহচরি, বল লো কেমনে
সহিছ এ সব হৃদে? হের পুনঃ ওই
নদীয়ার রাজবাটী, অনাথিনী সম
বিমলিন-বেশা! তার মাঝে হের চিত্রে,—
অহো! ফেটে যায় বুক, সরেনা বচন,—
সাক্ষাৎ ধর্ম্মের মূর্ত্তি, "মহতী দেবতা"
বৃদ্ধভূপ লাক্ষ্মণেয়, চিন্তায় আকুল
আজি স্বদেশের তরে। বল সহচরি,
স্মরিলে এ সব কথা কাঁদে নাকি প্রাণ?
আসন্ন সময় এবে, এখনো কি সই!
জাগিবেনা বঙ্গবালা? এখঁনো কি তা'রা
রহিবে ঘুমিয়ে সুখে? না—না, আর্য্যনারী
কর্ত্তব্য-বিমুখ কভু নহে লো সজনি!
বঙ্গ-স্বাধীনতা-সূর্য্য গ্রাসিতে উদ্যত
আজি লো যবন-রাহু; কোন্ প্রাণে আর
র'বে ঘুমে বঙ্গবালা? বঙ্গের ললনে,
সাহসে বাঁধিয়া হিয়া জাগ এইবার,

উৎসাহে নাচাও আজি বঙ্গের ধমনী,
দেশরক্ষা তরে হও বদ্ধপরিকর।”

ভাতিল আয়ত নেত্র, ছুটিল শিরায়
বীর-অস্র-স্রোত বেগে ; সুরমার চারু
রক্তিম কপোলদ্বয়, দ্বিগুণ রক্তিম
হ'ল রোষাবেশে ; উগ্রচণ্ডাসম তেজে
চলিলা রূপসী রোষে, বেগবতী নদী
যথা শ্রাবণের শেষে। বিস্ময় মানিয়া
মনে, চিত্রলেখা তবে কহিলা আবার
গদ গদ স্বরে স্বীয় সখী সুরমারে ঃ—
“সই, এ জগতে আর দামিনীর সম
রূপবতী কেহ কি গো করয়ে বিরাজ ?
কিন্তু সে চপলা যবে আসে ধরামাঝে
অসহ্য তাহার তেজ ঃ—সৃষ্টি-লয়কারি।
এতদিন বঙ্গবাসী জানিত সকলে
অনিন্দিত-রূপবতী বীরসেন-সুতা,
কিন্তু এবে তা'রা পুনঃ দেখিবে বিস্ময়ে
অনুপম-বীর্য্যবতী শূরধ্বজ-জায়া।
সার্থক জনম মোর, তেঁই তুমি মোরে

'সই' বলি সম্ভাষিয়া করহ আদর।
দেবী কি মানবী তুমি না পারি বুঝিতে,
তব তরে যদি প্রাণ দেই বিসর্জ্জন
অক্ষয় স্বরগে স্থান লভিব নিশ্চয়।
চল তবে বীরাঙ্গনে, ঈশ্বর-প্রসাদে
অবশ্য সফলকাম হইব আমরা;
সাধু ইচ্ছা যা'র, বিভু সহায় তাহার।"

তবে উভে নিরাতঙ্কে চলিলা সত্বর।
কতক্ষণে ছদ্মবেশে যবনের চর
উত্তরিলা আসি তথা। মানিয়া বিস্ময়
আপনি আপনি মনে ভাবিলা তোরাব:—
"অহো! একি দৃশ্য হেরি, কি আশ্চর্য্য! নারি
কিছুই বুঝিতে, এ যে রহস্য বিষম!
নারী কি দানবী এরা বুঝিব কেমনে?
একি কোন মায়াবিনী—নিশীথ সময়ে
পাতিল মায়ার ফাঁদ রাজপথমাঝে?"
রহস্য ভেদিতে এর যবনের চর
স্তম্ভিত হইয়া তবে রহিলা নীরবে,
'দুর্ দুর্' বক্ষ তা'র হইল কম্পিত।

তবে অগ্রসরি' বেগে সুরমা সুন্দরী
নিষ্কোষিত-অসি-করে গর্জ্জিলা এবার ঃ—
"কে-রে তুই নিশাচর, তস্করের বেশে
ফিরিছিস্ রাজপথে ? নাহি কি-রে ত্রাস
মূঢ় ? নাহি কি-রে প্রাণে মরণের ভয় ?
বল্ সত্য পরিচয় নিজ হিত তরে।"

"কে তোমরা রূপবতি ! এই নিশাকালে
ঘুরিতেছ এই বেশে ?" কহিলা তোরাব ঃ—
"কি উদ্দেশ্য তোমাদের ? হেন রূপ নিয়ে,
কি সাহসে ফিরিতেছ রাজপথে, এই
নিশায় নির্ভয়ে ? আহা, ও কোমল দেহে
সাজে কি এ হেন বেশ ? বল কোন্ দুঃখে,
ত্যজি' গৃহ, ফিরিতেছ নগর-মাঝারে।
বিধাতা কি ওই রূপ ভুবনমোহন
সৃজেছেন হেন ভাবে হইতে বিফল ?
ও চারু নয়ন হান প্রেমিক উপর,
ও মৃণাল ভুজে বাঁধ প্রেমিকের দেহ,
ওই বিম্বাধরে রাখ প্রেমিক-অধর,

ওই পীনপয়োধরে জুড়াও যতনে
প্রেমিক-হৃদয়-তাপ ; ওই চারু দেহ
মিলাইয়া প্রিয়দেহে থাক সুখে দোঁহে
দিবা বিভাবরী পীয়ে প্রেম সুধাধার।
বল কেন হে সুন্দরি, কিবা মনস্তাপে
পরিয়াছ হেন সাজ, ফিরিছ নগরে ?”

রোষিলা এবার পুনঃ সুরমা সুন্দরী :—
“ছদ্মবেশী, নীচাশয়, বাক্যেতেই তোর
পাইয়াছি পরিচয়। জাতীয় ধরম
আলাপেই হয় ব্যক্ত সংসার-মাঝারে।
নহিরে যবনী মোরা শোন পাপাচার,
আর্য্য-নারীগণ নহে পুরুষের কভু
ক্রীড়ার পুতুল, নীচ যবনীর সম।
সাবধানে কথা ক’স্ আরে-রে বর্ব্বর !
কি সাহসে বল্ পাপী ! তস্করের বেশে
পশেছিস্ নগরেতে ছদ্মবেশ ধরি’ ?
দেখ্ দেখ্ এইবার, আর্য্যনারীগণ’
কিরূপে-শাসয়ে ঘোর পাপাচারগণে,
কিরূপে দেশের তরে শাসে শত্রুকুলে !”

এতেক কহিয়া রামা উগ্রচণ্ডা-বেশে
যবনানুচর প্রতি ধাইলা তখন,
সে ভীষণ মূর্ত্তি হেরি' ডরিলা তোরাব।
ভয়াকুল প্রাণে এবে কাঁপিতে কাঁপিতে
কহিলা যবনচর ঃ—"ক্ষম মাতঃ মোরে,
আমি অজ্ঞতম দাস ; আর্য্যনারী তুমি,
শরণ আগত জনে দয়া—আর্য্যধর্ম্ম।"
সামান্যা মানবী তুমি নহ মা কখন,
দেও ছে'ড়ে অধমেরে, যাই নিজবাসে।"

উত্তরিলা বীরাঙ্গনা ঃ—"প্রাণের মমতা
হ'য়েছে এখন ভীরু ? ভাল, কহি' নিজ
সত্য পরিচয়, যাও যথা ইচ্ছা তব,
আর্য্যবালা নাহি হিংসে আশ্রিত জনেরে।"

"বক্তিয়ার চর আমি," কহিলা তোরাব ঃ—
"তোরাব আমার নাম শোন বীরাঙ্গনে,
প্রভুর আদেশে দাস গিয়েছিল আজ
বঙ্গ-সেনাপতি বীরনাথের সকাশে ;—
এই মম পরিচয়। ফিরিছ নগরে
কে তুমি মা লক্ষ্মীরূপা, কহিবে কি দাসে ?"

"শূরধ্বজ-নারী আমি," কহিলা সুরমা ঃ-
"পাইয়াছি পরিচয় তব, আর কেন হেথা ?
কর পলায়ন ত্বরা ছাড়িয়ে নগর,
কাপুরুষ কভু নাহি বধে বীরবালা।"

চলিলা তোরাব তবে ; আপনার মনে
লাগিলা কহিতে দূত ঃ—"শূরধ্বজনারী,
ধন্যা তুমি এই বঙ্গে ! বীরের বনিতা
বীর্য্যবতী কেন নাহি হবে ! স্বদেশের
তরে কেন তা'র প্রাণ কাঁদিবেনা সদা ?
হায় বক্তিয়ার, মনে বড় শঙ্কা হয়—
ভাবি মনে, মনোরথ তব অবহেলে
হ'বে কি পূরণ ? জাগে সন্দেহ হৃদয়ে।
"ভীরু বঙ্গবাসী" বলি' নিন্দেছিলে প্রভো !
থাকিলে এখন হেথা, পাইতে দেখিতে
উক্তি তব নহে সত্য, পারিতে বুঝিতে
কিসে স্পর্দ্ধা করেছিল বঙ্গের ঈশ্বর।"
এ হেন চিন্তার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে,
চলিলা যবন-দূত, ভয়াকুলচিতে।

তবে চিত্রলেখা ধীরে সম্বোধি' সখীরে
লাগিলা কহিতে ঃ—"সই, প্রতিকার্য্যে আজ
বিস্ময়ে পূরিল চিত। বুঝিলাম ধ্রুব,
বঙ্গ-স্বাধীনতা কভু না হ'বে বিলীন।
সম্যক উদ্দেশ্য তব বুঝিলাম এবে।"

কতক্ষণে সেই পথে বীর শূরধ্বজ
উত্তরিলা আসি ; হেরি, দূরে বামাদ্বয়ে
রণরঙ্গিনীর বেশে, বিস্মিত হইয়া
লাগিলা কহিতে বীর ঃ—"কে ঐ বামাদ্বয়,
ফিরিছে নগর মাঝে গভীর নিশীথে ?
অগ্রগামিনীর মূর্ত্তি উগ্রচণ্ডা-সম,
নিয়ে সহচরী, বামা নাশিতে উদ্যত
যেন বঙ্গভূমি আজ। অহো, কি উৎসাহ,
কি উদ্যম, রণোৎসাহে যেন নাচে দেহ খানি !
নদীয়ার রাজলক্ষ্মী কি গো, বঙ্গদুঃখে
হইয়ে দুখিনী আজ, রক্ষিতে এ দেশ
ফিরিছেন হেন বেশে ? কে ওই রমণী ?
ফুল্ল-সরোজিনী-সম দেহখানি যা'র,

কেন সেই বালা হেন বেশে রাজে আজ ?
না—না ; দেখি অগ্রসরি' রহস্য ইহার।"

এতেক কহিয়া বীর হ'য়ে আগুসার
লাগিলা কহিতে পুনঃ, "অহো—ধন্য, ধন্য
বঙ্গদেশ, আর তা'র সঙ্গে সঙ্গে আজ
এ অধম (ও) হ'ল ধন্য ! জুড়া'ল পরাণ।
পঙ্ক হ'তে সরোজিনী জনমে যেমন,
তথা বীরনাথ হ'তে জন্মিল সুরমা।
যাও বালে ! তব কার্য্যে নাহি দিব বাধা,
বিভু যেন মনোরথ পূরাণ তোমার।"

এতেক কহিয়া বীর অতি সংগোপনে
পরিহরি' সেই স্থান চলিলা সত্বর।
তবে চিত্রলেখা সহ সুরমা সুন্দরী
চলিলা নির্ভয়ে বেগে নিজ গম্য পথে,
দুইটী প্রবাহ যেন সাগর উদ্দেশে।





অষ্টম সর্গ।

প্রভাতে নিভৃত কক্ষে বসি' বঙ্গাধিপ
ভাবিছেন নদীয়ার ভাবী ফলাফল।
পাদদেশে ভাগীরথী যেতেছে বহিয়া,
চাহি' তার পানে বৃদ্ধ-ধর্ম্ম-ভীরু ভূপ
লাগিলা কহিতে ধীরে :— "পতিতপাবনি
ও মা গঙ্গে, কেন মাগো, আর নিয়ে অঙ্কে
এই অপবিত্র পুরী, কুল কুল নাদে
কাঁদিতেছ দুঃখে? আর কি মা হলায়ুধ,
জয়দেব তব, পুনঃ আসিবে ফিরিয়া?
"প্রলয়-পয়োধি-জলে" বলি' কি মা আর
গাইবে পবিত্র গান কেহ কি এখন?
ডুবিয়াছে শশধর; তাই এবে মাতঃ,

জোনাকীর আধিপত্য ; কাঁদ মাতঃ এবে,
এ পাপাত্মাতরে সদা কাঁদ গো জননি !

জয় মাতর্গঙ্গে,
পবিত্র তরঙ্গে
ধাইছ গো রঙ্গে,
জয় পাপহরা।

কেশব-দুহিতা,
ত্রিলোকপূজিতা,
ত্র্যম্বকবাঞ্ছিতা,
জয় পরাৎপরা।

স্থানু-শিরারূঢ়া,
ধরা-ভার-হরা,
তুমি সারাৎসারা,
জয় শুভঙ্করি।

ধনী কি নির্ধন,
জ্ঞানী কি অজ্ঞান,
পায় সবে ত্রাণ
ও পদে তোমারি

অজরা অমরা,
ভব-দুঃখ-হরা,
করুণা আকরা,
　　ত্রিপথ গামিনি !

ভবের মোহিনী
ত্রিতাপনাশিনী
দুর্গতিহারিণী
　　জগত জননি !

বিষ্ণু-পদোদ্ভবা
অযোনিসম্ভবা,
দেবের দুর্ল্লভা,
　　তুমি গো তারিণী ।

ও নাম মহিমা
কি গাইবগো মা
কোথা তা'র সীমা
　　হে মোক্ষদায়িনি !

হ'য়ে পাতকীর
দুঃখেতে অস্থির
হ'লে মা বাহির
স্বর্গ-লোক ফেলে।

হেন দয়াবতী
ব'লে, ভাগরথি,
ভবের সন্ততি
ডাকে "মা মা" ব'লে

তাই গো অভয়ে
প'ড়ে দুঃসময়ে
ডাকি মা সভয়ে
পতিতপাবনি'!

অধম সন্তানে,
ঠে'লনা চরণে
রক্ষ কৃপাদানে
শঙ্করতোষিণি!'

এই ভাবে ডাকি' দুখে জহ্নু-তনয়ারে,
নীরবিলা মহীপাল, নেত্রজলধারা
বহিল এবার বেগে, ভাঙ্গি' প্রাণ-বাঁধ।
হেনকালে তথা বীর শূরধ্বজ আসি'
নমিলা রাজায়, চাহি' তা'র পানে তবে
আরম্ভিলা বৃদ্ধভূপ ঃ—"বঙ্গের গৌরব,
এস বাপধন, প্রেমে করি আলিঙ্গন।
হতভাগ্য দেশ বৎস! পবিত্র জনমে
তব। দরিদ্রের ঘরে চন্দ্রকান্তমণি-
সম তুমি আজি বঙ্গে। ধন্যা তব জায়া
সুরমা সুন্দরী! মর্ত্ত্যে অবতীর্ণা যেন
আপনি অম্বিকা। বৎস, শুনিয়াছি সব,
গত রজনীর কথা জেনেছি সকল;
তাই আজ নাচে প্রাণ পুলকে মাতিয়া।
কিন্তু বৃথা—বৃথাএবে সকল প্রয়াস,
ছিন্ন-মূল-বিটপীতে বৃথা জল-সেক!
যথা গৃহবস্তু ধীরে আবরে বল্মীক
তথা রাজদ্রোহীদল ঘেরিতেছে ক্রমে
হতভাগ্য নবদ্বীপ। পণ্ডিতকুলের
ছিলা যাঁ'রা শিরোমণি, নাই তাঁ'রা আর;

সিংহের আসনে এবে বসেছে শৃগাল,
তাই তা'রা রটাইয়া অলীক বারতা
সঞ্চারিছে ভীতি শুধু মানব-হৃদয়ে।
বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা, অবশ্য ঘটিবে
তাহা, কা'র সাধ্য বল খণ্ডাইতে তা'রে ?"

উত্তরিলা শূরধ্বজ আকুল পরাণে ঃ—
"ত্যজ দুর্ভাবনা নৃপ, নদীয়া মাঝারে
নহে সবে রাজদ্রোহী। নৃপকুলমণি,
এখনও নদীয়ার নাগরিকগণ
প্রস্তুত ত্যজিতে প্রাণ তোমার কারণে !
জানে হিন্দু—রাজা তার সাক্ষাৎ দেবতা,
প্রকৃত হিন্দুর কাছে 'রাজদ্রোহ' কথা,
'আকাশ কুসুম' প্রায় অলীক সর্ব্বদা।
জানে হিন্দু রাজদ্রোহী সদা করে বাস
অনন্ত রৌরবে। ধন, জন, বন্ধু, প্রাণ,
নবদ্বীপবাসী সব অকাতরে পারে
বিসর্জ্জিতে ভূপ, শুধু তোমার কারণে।"

কহিলা লক্ষ্মণসেন ঃ—"জানি বৎস, আমি
বীরচূড়ামণি তুমি ; উত্তর তোমার

বটে বীরোচিত। জানি বাপ, বঙ্গ-মাঝে,
নহে সবে রাজদ্রোহী। কিন্তু যদি গজে
নিষাদী না করে রক্ষা, তবে অপরের
কিবা শক্তি রক্ষিবারে তা'রে? বেলা যদি
নাহি রোধে বারিধির বেগ, তবে ছার
বৃক্ষরাজি কি করিতে পারে? তাই কহি,
দেশ-রক্ষা-কার্য্যে যা'রা আছে সদা ব্রতী,
তা'রা যদি হয় বৎস কর্ত্তব্যবিমুখ,
কেননা সকলে হ'বে ভয়েতে আকুল?"

"সত্য যা কহিলে নৃপ",—বিষাদে আবার
উত্তরিলা শূরধ্বজ:—"স্বদেশের বৈরী
ওই পাপাচারগণ শুধু সাধিতেছে
বাদ, রটাইছে বহু অলীক বারতা;
তাই স্থূলবুদ্ধি জন হইয়াছে ভীত,
পলাইছে সবে ত্রাসে ত্যজিয়া নগর।
কিন্তু পাপিগণ চিন্তা করে নাই কভু
এর পরিণাম মনে। বংশ মধ্যে কীট
যথা কাটে ধীরে বংশখণ্ড, কিন্তু তা'রা
আপনার বাসস্থল নাশিছে আপনি,

একথা কখনো মনে ভাবেনাকো আর,
ভ্রান্ত কুলাঙ্গারগণ হইয়াছে তথা।
কিন্তু প্রভো, আশীর্ব্বাদ করিও দাসেরে,
যতদিন থাকে শক্তিএনশ্বর দেহে
ততদিন যেন, নাহি হয় দাস কভু
কর্ত্তব্যবিমুখ। তব তরে যদি প্রাণ
পারি বিসর্জ্জিতে নৃপ, জানিব তখন
সফল জনম মম। দেহ আজ্ঞা দাসে,
আগে আনি বাঁধি দেই কুলাঙ্গারগণে ;
অহো নৃপ ! দুঃখে রোষে ফেটে যায় প্রাণ !
এখনও পাপিগণ নবদ্বীপ-মাঝে
যাপিছে জীবন সুখে ? আগে তাহাদের
দণ্ড কর সমুচিত ; পশ্চাতে করিও
যুদ্ধ যবনের সনে। অহো কি আস্পর্দ্ধা !
অসহ্য, অসহ্য ইহা ; কহ বঙ্গেশ্বর !
কহ কি আদেশ তব—কহ তা সত্বর।”

কহিলা বঙ্গেশ পুনঃ, “বীরকুলমণি,
বীর-অস্ত্রে পূর্ণ সদা ধমনী তোমার,

তাই ভাষ হেন কথা। কিন্তু বাপধন,
গৃহশত্রু শাসনের নহে ইহা কাল,
দ্বারে শত্রু উপনীত; দেশের কারণে
এবে যাহা করণীয় কর তাহা সবে।”

“তব আজ্ঞাকারী প্রভো! এদাস সতত,”
উত্তরিলা পুনঃ বীর ঃ— “এ ছার জীবন
অর্পিয়াছি তব পায়। স্বদেশের তরে
প্রাণপণে, নরনাথ, যুঝিব নিশ্চয়।
কেশরী-আসনে আসি' বসিবে শৃগাল,
ইন্দ্রাসন কলঙ্কিবে দুর্বৃত্ত অসুর,
ইহা কি পরাণে কভু সহিবারে পারি?
রাজদ্রোহীদল—তা'রা ঘৃণিত শৃগাল,
পাপাচারদের পাপরক্তে যবে নৃপ!
করিব তর্পণ, প্রভো! জানিব সে দিন
আমি আর্য্যবংশধর। এবে নৃপ! শোন
অনুরোধ মম, দাস আমি সদা তব,
তাই করি এ মিনতি—পাপাচারগণ
যেরূপে ঘেরেছে পুরী—জাগে মনে নানা
আশঙ্কার কথা; একে তব বৃদ্ধকাল,

তা'তে পাত্র মিত্র সব ঘোর রাজদ্রোহী।
তাই কহি, স্বদেশের মঙ্গলের তরে
করহ গমন তুমি নিরাপদ স্থানে।
কিঙ্কর আমরা প্রভো, যুঝি প্রাণপণে
যাহা করণীয় তাহা করিব নিশ্চয়।
রাজা আর রাজ্যরক্ষা দুইটী কর্ত্তব্য
এবে আমাদের শিরে—তেঁই কহি হেন।
তুমি নিরাপদে যদি থাকহ রাজন্,
আমরা নির্ভয়ে তবে দলিব শত্রুরে।"

"শূরধ্বজ," উতরিলা পুনঃ নরেশ্বর, ঃ—
"মহাবীর যদি তুমি—তথাপি বালক
তাই কহ হেন কথা। বীরবর ছি ছি
কিসের পরাণ! কার তরে আর উহা
বহিব সংসারে। নিজ পুত্রধনে ফে'লে
বিপদ-মাঝারে, পারে কি কখনো ভবে
পালা'তে জনক? যদি কেহ পারে তাহা,
তবে সেই জন নহে মানব কখন।
হের, ওই বঙ্গবাসী আছে সবে চেয়ে
সদা মোর পানে; ফে'লে এবে উহাদেরে

বিপদ-সাগরে, আমি পালাইব ছার
পরাণের তরে ? ধিক্, ধিক্, হেন প্রাণে !
হ'ক সবে রাজদ্রোহী, আসুক যবন
বঙ্গ-সিংহাসনে বসি' ত্যজিব পরাণ ;
নৃপকুলাঙ্গার এই অধম-রুধিরে
যবে ভাসিবেক এই বঙ্গ-সিংহাসন,
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইবে তখন।”—
দর্ দর্ নেত্রনীর বহিল রাজার।

“ক্ষম দেব, দাস আমি” কহিলা বীরেন্দ্র :—
“নৃপকুলরত্ন তুমি, এই ধরামাঝে।
অধম সন্তান মোরা, তাই সহ এত।
ফেল নেত্রনীর ভূপ ! ভাসাও মেদিনী,
চলে আর্য্যসুত শত্রু প্রতিবিধিৎসিতে—”
কহি' বেগে বাহিরিলা শূরধ্বজ বীর।

চাহি' তার পানে পুনঃ কহিলা বঙ্গেশ :—
“ধন্য ধন্য শূরধ্বজ তুমি ! তুমি মাত্র
সুশীতল ছায়া, এই জীবন-মরুর।
যাও বীর, সাধ নিজ কাজ, রাখ ভবে

অক্ষয় কীরতি। কিন্তু বৃথা! বৃথা সব!
বঙ্গের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী করেছে পয়াণ।"

ফেলিয়া সুদীর্ঘশ্বাস তবে ধীরে ধীরে
চলিলা নৃপতি-রত্ন আকুল পরাণে।





নবম সর্গ।

নদীয়ার রাজমার্গে দিবা দ্বিপ্রহরে,
খিলিজির অশ্বারোহী পশিল নির্ভয়ে
অশ্ব-ব্যবসায়ি-বেশে। নগর-মাঝারে—
রাজপথে স্থানে স্থানে রাজ-সেনাদল
প্রহরীর কার্য্যে ব্রতী। কেহ না রোধিল,
কেহ নাহি জিজ্ঞাসিল তাহাদেরে ফিরি'।
চলিল যবন-সেনা ধীরে ধীরে ধীরে,
অবহে'লে প্রবেশিল রাজপুরীদ্বারে।
দৌবারিকগণ এবে রোধিল তাঁ'দের
গতি বীর-হুহুঙ্কারে—বাধিল সামান্য
রণ। নগরের মাঝে হ'ল কোলাহল—
নাগরিকগণ ভয়ে তবে আরম্ভিল

ছুটাছুটি ;   "আসিয়াছে যবন সেনানী,
অধিকার করিয়াছে রাজার প্রাসাদ,"
এই রব শুধু এবে উঠিল নগরে।
শিশু কোলে নিয়ে বেগে ধাইল জননী,
পত্নী কর ধরি' পতি ছুটিল আতঙ্কে।
দোকানী দোকান বাঁধি, পলাইল দূরে ;
রাজপথে ছুটাছুটি কোলাহল শুধু
লাগিল চলিতে।   কোথা বা ক্রন্দন-ধ্বনি
পূরি' চারিদিক্, উঠিল অম্বর-পথে।
হতাশ আতঙ্ক এবে বিরাজে চৌদিকে।
আর তারা ?—যা'রা এই দেশের রক্ষক,
সেই রাজকর্ম্মচারিদল কোথা এবে ?
উচ্চ-রাজ-কার্য্য কিংবা অর্থ-প্রলোভনে
সবাই নীরব এবে।   সবে এবে বসি'
সেনাপতির আলয়ে, হেরিতেছে কত
আশার স্বপন।   বঙ্গকুলাঙ্গারগণ
কভু একবার মনে ভাবিলনা হায় !
দেশের দুর্গতি ভাবী ; ভাবিলনা তা'রা
পুণ্যশ্লোক-ভূপতির অদৃষ্ট কখন ;
নিজ নিজ ভবিষ্যৎ চিন্তিল না কভু।

নবম সর্গ।

যবনসেনানী তবে পশি' পুরিমাঝে
দ্বারপালগণ সহ আরম্ভিল রণ।
সমুদ্রের বাণ যথা আসি' অকস্মাৎ
নাশে প্রাণিকুল, তথা নিরাতঙ্কে স্থিত
বঙ্গ-সেনা-দলে, এবে যবন-সেনানী
আরম্ভিল বিনাশিতে নিঃসহায় পে'য়ে ;
উঠিল বিষম রোল রাজপুরি-মাঝে।
হেন কালে শূরধ্বজ রুদ্রমূর্ত্তি ধরি'
নিষ্কোষিত-অসি-করে হ'ল উপনীত।
কিন্তু হায় একমাত্র বীর সেথা এবে
কি করিতে পারে ? যথা বীর-কুল-মণি
অভিমন্যু বীরে ঘে'রেছিল সপ্তরথী,
তথা বঙ্গবীরমণি শূর শূরধ্বজে,
ঘেরিল যবন-সেনা উৎসাহে মাতিয়া।
চাহি' চতুর্দ্দিকে রোষে করিয়া হুঙ্কার
জলদ-গম্ভীর-স্বরে গর্জ্জিলা বীরেন্দ্র :—

"জাগ আজ বঙ্গবাসী, জাগ একবার,
শত্রুতা মিত্রতা ভুলি, একতায় সবে মিলি'
স্বদেশ রক্ষিতে সবে হও আগুসার।

হের নাকি ভ্রাতৃগণ, হের নাকি এবে,
বঙ্গ-স্বাধীনতা-রবি, যায় অস্তাচলে ডুবি'
কেমনে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে আছ ব'সে সবে ?

কত কাল আর সবে রবে ঘুমাইয়ে,
দেখহ নয়ন মে'লে, যায় বঙ্গ রসাতলে,
এখনো কি অচেতনে রবে ভূমে শু'য়ে ?

ব্রাহ্মণ-আসনে আসি' বসিবে চণ্ডাল,
নিবিবে হিমাংশু-জ্যোতিঃ, খদ্যোত ছড়াবে ভাতি
হর্য্যক্ষ-আসনে গিয়ে রাজিবে শৃগাল—

কেমনে হে ভ্রাতৃগণ-বলহে কেমনে
সহিবে এতেক জ্বালা ? দাসত্ব-শৃঙ্খল-মালা
পরা'তে আসিছে ওই যবন-সন্তানে।

তোমরা হে আর্য্যজাতি আর্য্যবংশধর,
আর্য্য-শোণিতের স্রোতঃ ধমনীতে প্রবাহিত,
ধৈর্য্য শৌর্য্য তোমাদের গায় চরাচর।

দাসত্ব-শৃঙ্খল যদি পর একবার
নিশ্চয় জানিও ইহা, আর না ঘুচিবে তাহা,
যুগ-যুগান্তরে কভু নাহি হবে দূর।

তবে কোন্ সাধে আর রয়েছ বসিয়া,
ছার জীবনের তরে ?— কি হইবে রাখি' তা'রে
চির-স্বাধীনতা-ধন জলাঞ্জলি দিয়া ?

কভু কি পিঞ্জরবদ্ধ সিংহে দেখ নাই ?
তাহার জীবন মত, চাও কি জীবন-ব্রত,
পরপদ লেহি, কাল যাপিবে কি ভাই ?

পুণ্য-ভাগিরথী-তীরে হিন্দু-সিংহাসন,
পুণ্যবান্ নরপাল, তাহাতে যাপেন কাল,
আপন সন্তান-সম পালি' প্রজাগণ।

সেই সিংহাসন কে'ড়ে নিতেছে যবন,
হিন্দুরাজ্য একবারে ডোবে চিরকাল-তরে
অনন্ত দাসত্ব হবে ভাগ্যের লিখন !

প্রধূমিত বহ্নিশিখা হেরি' গৃহ'পরে
কেমনে নিশ্চেষ্টভাবে আছহে বসিয়ে সবে
সাধ কিহে ভস্মীভূত হ'তে একবারে ?

জননী জনমভূমি স্বরগ হইতে
শ্রেষ্ঠ বলি, অনুক্ষণ গণে মনে হিন্দুগণ,
কেমনে দুর্গতি তা'র সহিতেছ চিতে ?

জানিও মনেতে স্থির আজি শেষ দিন,
আজি যা' ঘটিবে ভালে, ধ্রুব তাহা কোন কালে
আর না স্খলিত হবে ওহে ভ্রাতৃগণ !

উঠ তবে বঙ্গবাসী উঠ একবার,
সবে এবে নিরাতঙ্কে, মাত আজি রণরঙ্গে,
খেদাও যবনে ত্বরা দেশ দেশান্তর।

তাড়াও জগৎজনে দেখাও এবার
কেমনে দেশের তরে, কেমনে রাজার তরে
অবহেলে দেয় প্রাণ আর্য্যের কুমার।

'জয় বঙ্গেশের জয়' বলিয়া বদনে
ছাড়ি' সবে হুহুঙ্কার হও এবে আগুসার,
বীর-দাপে বসুন্ধরা কাঁপাও সঘনে।"

স্বদেশের প্রেমপূর্ণ উৎসাহ নিনাদ
শুনিয়া শ্রবণে হেন, দূরে বঙ্গসেনা
উঠিল মাতিয়া চিতে, ডমরুর রবে
ফণধর যেন। কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধ কাল—
বিষধর-সম সবে যেন আছে রুদ্ধ ;
কেহ নাহি অগ্রসর হইল সেখানে ;

অরণ্যে রোদন মত শূরধ্বজ শুধু
বীরোচিত বাক্যে বৃথা আহ্বানিলা সবে।
দেশের কারণে প্রাণ কাঁদে যাহাদের
এইমত কতিপয় দেশভক্তবীর
দণ্ডিতে যবনে শুধু ধাইলা তখন।
খিলিজির অগ্রগামি-সেনাদল যবে
প্রবেশিল পুরী মাঝে, অমনি তখন
অসংখ্য যবনসেনা পশিল নগরে।
'যবন হইবে রাজা শাস্ত্রের লিখন'
অলীক বচনে হেন, অর্থ-প্রলোভনে,
আর সেনাপতি বীরনাথের কৌশলে,
আইলনা বঙ্গসেনা—রক্ষিলনা দেশ।

প্রাণের মমতা ছাড়ি' তবে শূরধ্বজ
লাগিলা যুঝিতে বেগে বিপক্ষের সহ।
যবনের অগ্রগামি-সেনাদল প্রায়
হইল ভূতলশায়ী; হেনকালে পুনঃ
অসংখ্য যবনসেনা হ'ল আগুসার।
গণিলা প্রমাদ বীর, জাগিল হৃদয়ে
নৃপতির কথা। তবে রুধিরাক্তদেহে

ত্বরা ত্যজি' সেই স্থল প্রবেশিলা শূর
পুরীর ভিতরে। হেথা বিপক্ষের দল
যুঝিতে লাগিল সেই সামান্য সংখ্যক
বঙ্গবীরগণ সহ, বিষম বিক্রমে,
কাঁপাইয়া রাজপুরী বীর-হুহুঙ্কারে।

হেথা বঙ্গ-অধিপতি শুনি' সেই ধ্বনি
বুঝিলা সকল, ত্বরা লাগিলা পরিতে
বীর-সাজ ; হেনকালে তথা শূরধ্বজ
হ'য়ে উপনীত লাগিলা কহিতে ঃ—
"বিধি বাদী মহীপাল, তাই এতদিনে
ফুরা'ল সকল আশা, পুড়িল কপাল!
যাহা ভেবেছিলে নৃপ, তা' ঘটিল আজ।
রাজদ্রোহী কৃতঘ্নের পাপে আজি হায়!
হারাইল বঙ্গ চির-স্বাধীনতা-ধন।
দুঃখে প্রাণ ফেটে যায় কি কহিব ভূপ,
জানিনা কি পাপে বিধি দিলা এত জ্বালা!
শত শত্রু-যোদ্ধা আজ বিরাজে নগরে,
কেহ না আইল নৃপ, রক্ষিতে তোমায়।

যবন-সেনানী এবে পশিয়াছে পুরে
কালক্ষয় করা আর বৃথাই কেবল।
আসিয়াছি তাই, চল ত্বরা ক'রে ভূপ,—
আছে তরী বাঁধা ঘাটে—রাখিয়ে তোমায়
নিরাপদ স্থানে, শেষে দেখিব কি হয়।"

উত্তরিলা বৃদ্ধ ভূপ সজলনয়নে ঃ—
"শূরধ্বজ, ক্ষান্ত হও, আর কোন্ সাধে
বহিব দেহের ভার! কা'র তরে আর
পরাণের সাধ? এই অসি হের করে,
বিনাশিয়ে সাধ্যমত তস্করের দলে,
পশ্চাতে ত্যজিব প্রাণ। ভাবিওনা বাপ্
ভীরু কাপুরুষ মত, করিবে প্রয়াণ
অভাগা লক্ষ্মণসেন! হেন ভাবে আজ
ত্যজিলে নগর, ধ্রুব চিরকাল তরে
ঘোষিবে কলঙ্ক মোর জগতের প্রাণী,
শুধু মোর তরে বঙ্গ হারাইল সব
এ কথাই চিরদিন কহিবে সকলে।
ফেলিয়ে সমস্ত দেশ বিপদসাগরে,
দেশের নৃপতি হ'য়ে কেমনে হে বীর,

পলাইব শুধু ছার জীবনের তরে ?
থাকিতে পরাণ তাহা নারিব করিতে।”

উত্তরিলা অতি ব্যস্তে পুনঃ শূরধ্বজ ঃ—
“মহাজ্ঞানী হ’য়ে একি কথা কহ নৃপ ?
বঙ্গভাগ্যরবি প্রায় অস্তমিত এবে,
ফুরায়েছে আশা প্রায়,—তবু যাহা বাকী
নির্ভরিছে তাহা শুধু তোমার উপর,
তাই তব প্রাণ মাত্র বঙ্গের সম্বল।
থাকিলে জীবিত তুমি, এই বঙ্গাকাশে
পারে উদিবারে পুনঃ সৌভাগ্য-তপন,
তেঁই কহি, বাক্য মোর ঠেলিওনা পায়,
ওই শোন ঘোর রোল ! চল ত্বরা ক’রে।”

“বৃথা এ সাধনা তব,” কহিলা ভূপাল ঃ—
“লক্ষ্মণ সেনের দেহে থাকিতে পরাণ
না হবে পূরণ তাহা। ক’য়েছি তোমায়
এ পাপ দেহের রক্তে ভাসিবেক যবে
বঙ্গ-সিংহাসন, সেই দিন হবে মোর
প্রায়শ্চিত্ত সমুচিত। যাও চলি’বীর ;

অভাগার ভাগ্যে যাহা লিখেছেন ধাতা
নারিবে খণ্ডা'তে তাহা জানিও নিশ্চয়।"

হেনকালে বিপক্ষের অতি ঘোর রোল
পশিল সেখানে, পুরী কাঁপিল সঘনে।
শশব্যস্তে রাজভক্ত বীর শূরধ্বজ
গর্জ্জিলা এবার রোষে ঃ—"শোন নরপতে,
আর আমি নহি তব রাজভক্ত প্রজা,
হইলাম রাজদ্রোহী, আর বাক্য তব
না শুনিব কভু। কর মোর সহ রণ,
নহিলে করিয়া বন্দী লইব তোমারে।
শোণিত-লহরী আজি নাচিছে হৃদয়ে,
হারায়েছি ধর্ম্মজ্ঞান ; লহ অসি করে,
কর অস্ত্র-বিনিময়। দেখিব এবার
কত বল ধরে ওই জরাজীর্ণ দেহ।"

বহিল নয়ননীর দর দর দরে,
কহিলা আবার বীর ঃ—"হায়! এখনও
প্রাণবায়ু মোর কেন হ'লনা বাহির?
নরপতে, নরপতে, লও অসি করে,

কর দ্বিখণ্ডিত এই পাপাত্মার শিরঃ
রাজদ্রোহী বধ্য সদা শাস্ত্রের বিধান।
থাকিতে পরাণ পাপ-শূরধ্বজ-দেহে
কা'র সাধ্য স্পর্শ করে কেশাগ্র তোমার
তাই কহি, শূরধ্বজ থাকিতে জীবিত
নারিবে ত্যজিতে প্রাণ জানিও নিশ্চয়।
যদি সে বাসনা চিতে, লহ এই অসি,
বধি' পাপিষ্ঠেরে কর সে কণ্টক দূর।
ওই—ওই—শোন, পুনঃ রাখহ মিনতি,
দুর্ভাগ্য বঙ্গের শেষ আশাটুকু কেন
কর বিদূরিত? 'বঙ্গ একবারে যা'ক
রসাতলে' ইহাই কি বাসনা তোমার?
আবার আবার পিতঃ, করিছে মিনতি,
পায়ে ধরি, রাখ প্রভো, দাসের বচন।
কালক্ষয়ে সবদিক হইবে বিফল,
কত আর বুঝাইব—বিজ্ঞতম তুমি।"

এবে বৃদ্ধ নরপতি মরিয়া মরমে
অশ্রু-বিগলিত-নেত্রে পরিজন সহ
জনমের মত ত্যজি, নবদ্বীপ-ধাম

আরোহি, তরণী দুখে করিলা পয়াণ।
সেই সঙ্গে নদীয়ার রাজপুরী হ'তে
বঙ্গের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী হ'ল অন্তর্ধান।

ফুরা'ল সকল! বঙ্গ চিরকাল তরে
পরিল দাসত্বমালা, নিবিল সকল।
বীরের অভাব বঙ্গে ছিলনা তখন,
অর্থের অভাব বঙ্গে ছিলনা কখন,
শুধু অকৃতজ্ঞ ঘোর কুলাঙ্গার-দল
পড়ি' হায়! ঘোর আশা-মায়াবিনী-ফাঁদে
নিজ দেহে নিজে শুধু হানিল কুঠার।
নহিলে কখন বঙ্গহেন রাজ্য এক,
সপ্তদশ কেন? লক্ষ অশ্বারোহী কভু
পারে কি জিনিতে হেলে? অসম্ভব কথা।
থাকিতে প্রচুর তৈল নিবিল প্রদীপ,
তড়াগে থাকিতে নীর মরিল জলজ,
থাকিতে তপন নভে মু'দে সরোজিনী,
অম্বরে থাকিতে চাঁদ শুকা'ল কুমুদ,
এই দুঃখে কাঁদে আজ দীনহীন কবি।
কাঁদ মাতঃ বঙ্গভূমি, কাঁদ চিরকাল,

চিরদিন কাঁদিতেই স্বজন তোমার!
ধন, বীর, সব দেশে থাকিতে প্রচুর,
হারাইলে অভাগিনী বঙ্গভূমি, তুমি
চির-স্বাধীনতা-ধন—যতদিন ভবে
প্রকাশিবে রবিশশী, ততদিন হায়!
গাইবে জগত-জন দুঃখেতে ভাসিয়া

বঙ্গের কলঙ্ক!



কুরুক্ষেত্র-কলঙ্ক

(কাব্য।)

শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত

মূল্য এক টাকা।

এই কাব্যখানি অল্পকাল মধ্যেই বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে আদৃত হইয়াছে। গ্রন্থের বিষয়, ভাষা, ছন্দ ও চরিত্র সকলই নিখুঁত হইয়াছে। ইহাতে কবি আদর্শদম্পতী, আদর্শবীর, আদর্শজননী প্রভৃতি বিবিধ প্রকার নীতিপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ চিত্রের সুন্দর সমাবেশ করিয়াছেন। গ্রন্থ খানিতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধীয় নীতিশিক্ষা দিতে কবি বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। ভাষা অতি সরল; কাহারও পড়িয়া বুঝিতে কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না। বই খানি ভাল কাগজে ভাল অক্ষরে পরিপাটীরূপে মুদ্রিত এবং সুন্দর বাঁধান। আমরা বিজ্ঞাপনের বিশেষ আড়ম্বর করিতে চাই না। নিম্নে কতিপয় প্রশংসা পত্রের অনুলিপি প্রদত্ত হইল। পাঠকগণ তদ্দারাই গ্রন্থের সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন, আশা করি।

উড়িষ্যা বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ লেখক স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন :—

"আপনার কুরুক্ষেত্র-কলঙ্ক কাব্যখানি সুন্দর হইয়াছে। চির-স্মরণীয় মধুসূদনের অনুকরণ বড় সহজ নহে, তথাপি আপনি সে ছন্দ রচনায় বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। বিশেষতঃ আপনার ছন্দ অতি সরল ও সহজ, পড়িয়া পরম আনন্দলাভ করিয়াছি।"

কলিকাতার সাহিত্যসভার সেক্রেটারী, টাকীর বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্ বলেন :—

"আমি পুস্তক খানির যতদূর পড়িয়াছি তাহাতেই উহার ভাষা এবং রচনা নৈপুণ্য দেখিয়া বিশেষ আনন্দানুভব করিয়াছি। গ্রন্থের বিষয়টী মহাভারত মূলক সুতরাং সুপরিচিত হইলেও আপনার লিখন কৌশলে অনেক স্থলে "কুরুক্ষেত্র কলঙ্ক" নূতন আকার ধারণ করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষক হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।"

কলিকাতা হাইকোর্টের জজ মাননীয় ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন :—

"কাব্য খানি সুন্দর হইয়াছে।"

কলিতাতা হাইকোর্টের জজ মাননীয় চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় বলেন :—

"আপনার কুরুক্ষেত্র-কলঙ্ক কাব্য পাঠে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। উক্ত পুস্তকে আপনার কবিতারচনাশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় হয়।"

কলিকাতা শিয়ালদহের ছোট আদালতের জজ শ্রীযুক্ত লালগোপাল সেন মহাশয় বলেন ঃ—

"আমি ইহা (কুরুক্ষেত্র কলঙ্ক) পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। ইহার রচনা ও বিষয় অতি সুন্দর হইয়াছে।' (ইংরেজীর অনুবাদ)

কলিকাতা রামবাগানের দত্তবংশীয় বিখ্যাত মুন্‌সেফ্ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় বলেন ঃ—

"তুমি যে এত সুন্দর লিখিতে পার তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এমন কি এরূপ রচনায় একজন শ্রেষ্ঠ কবিও যশস্বী হইতেন। তোমার এই প্রথম উদ্যম নিশ্চয়ই তোমাকে বর্ত্তমান, বঙ্গীয় শ্রেষ্ঠ কবিদিগের মধ্যে আসন দান করিবে।"

স্কুলের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার, "জীবন" ও "জলাঞ্জলী" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু অক্রূরচন্দ্র সেন বলেন ঃ—

"আপনার উপহার "কুরুক্ষেত্র কলঙ্ক" অদ্য পাঠ করিয়া শেষ করিলাম। পুস্তকখানা সুন্দর হইয়াছে। লেখা সরল, স্থানে স্থানে কবি-কল্পনার মাধুর্য্য আছে, দ্বিতীয় সর্গে চিত্র দর্শনের অবতারণা অভিনব, উহাতে পুস্তকের শোভা বৰ্দ্ধন করিয়াছে। অভিমন্যুর যুদ্ধযাত্রা ও ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ আপনি সুন্দররূপেই বর্ণনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পুস্তকখানি পড়িয়া প্রীত হইলাম।

চব্বিশ পরগণার জজকোর্টের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত সরকার মহাশয় বলেন—

"তোমার রচিত পুস্তকখানা পড়িয়া আহ্লাদিত হইলাম। তোমার ৺ বাবা মহাশয় একজন সুকবি ছিলেন। তুমি যে তাঁহার ঐ অলৌকিক সদ্গুণের অধিকারী হইয়াছ ইহা বড়ই প্রীতির বিষয়।"

বরিশাল ফৌজদারীর সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত লাল-মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন—

"তোমার প্রেরিত কুরুক্ষেত্র কলঙ্ক বহি পাইয়া পড়িয়া দেখি-য়াছি। উত্তম কাব্য লিখিয়াছ। ছাপা, বাইণ্ডিং ও কাগজ উত্তম।"

হিতবাদী—১৩০৮ সন ৫ই পৌষ :—

"লেখক নবীন, তিনি কবিতার চর্চ্চা করিলে প্রবীণ কালে যশস্বী হইতে পারিবেন।"

ঢাকা গেজেট—১৩০৮ সন ২৮শে মাঘ :—

"ইহা একখানি বীরকরুণরসাত্মক কাব্যগ্রন্থ। সপ্তরথী মিলিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে একটী বীরশিশুকে অন্যায় রূপে নিহত করা হই-য়াছিল, তাহারই পুণ্য কাহিনী মনোহর অমিত্রাক্ষর ছন্দে এ গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে * * * বীরশিশুকে গর্হিতরূপে বিনিহত হইতে দেখিয়া গ্রন্থকার মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া গিয়াছেন, এ গ্রন্থখানি সেই মর্ম্মযাতনারই ক্ষীণ অভিব্যক্তি। গ্রন্থের স্থানে স্থানে মনোহর ভাবোচ্ছ্বাস ও ভাষার লালিত্য দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

১৩০৮ সনের ১০ই বৈশাখের সারস্বত পত্র বলেন :—

"কুরুক্ষেত্র কলঙ্ক" কাব্য, শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত। বইখানি সুন্দর বাঁধান এবং ভাল কাগজে ভাল অক্ষরে পরিপাটী-রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। কাব্যের বিষয়, অভিমন্যু বধ, ষোড়শ-বর্ষীয় বালক অভিমন্যুকে সপ্ত মহারথীর একযোগে আক্রমণ এবং নিরস্ত্র অবস্থায় তাঁহার প্রাণ সংহার, বীর নামের কলঙ্ক নয়ত কি ? এই হেতুই কবি, অভিমন্যুবধকে বীরক্ষেত্রের কলঙ্করূপে নির্দ্দেশ করিয়া কাব্যের নাম "কুরুক্ষেত্র কলঙ্ক" রাখিয়াছেন। নামটী ঠিক হইয়াছে। এই কাব্যের প্রায় সমস্তই অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত, মাঝে দুই চারিটী ক্ষুদ্র কবিতা মিত্রাক্ষরেও লিখিত হইয়াছে। এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনায় মধুসূদনের সমকক্ষ কেহ এখনও হইতে পারেন নাই, কালীভূষণও হন নাই। কিন্তু পদবিন্যাসের মাধুরী ও প্রাঞ্জলতায় মধুসূদনের অনুকারী অমিত্রাক্ষর লেখকদিগের মধ্যে কালীভূষণও প্রথম শ্রেণীতেই আসন পাইবার যোগ্য। মাঝে মাঝে দুই একটী ব্যাকরণ গত ভুল ও মুদ্রাকর প্রমাদ রহিয়াছে। ইহা না থাকিলে কালীভূষণের এই ছন্দোবদ্ধ ভাষাকে ঈদৃশ পদ্য-রচনায় মাইকেলের পরে ভাষা বিষয়ে আমরা বিশুদ্ধ আদর্শরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিতাম। কুরুক্ষেত্রকলঙ্কের স্থানে স্থানে কবিত্ব পরিস্ফুট দেখিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি।

আমরা দেখিয়া একান্ত সুখী হইয়াছি যে, কালীভূষণের কুরু-ক্ষেত্র-কলঙ্কের কোন চরিত্রে কোন দিক দিয়া কলঙ্ক স্পর্শ ঘটে

নাই। যেটী যেমন হওয়া উচিত, প্রায় ঠিক তেমনি হইয়াছে। প্রথম চেষ্টায় ইহাই যথেষ্ট। আমাদিগের বিশ্বাস, যত্ন করিলে কালে কালীভূষণ, কবিভূষণ হইয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন।"

অনুসন্ধান—২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩০৯ ঃ—

* * যে পুস্তকদ্বারা সমাজের কোন না কোন শ্রেণীর বিন্দুপরিমাণও উপকার দর্শিতে পারে, বিবেচনা করি, তাহারই আমরা সুখ্যাতি করিয়া থাকি। * * * * এ বিষয়টী কাব্যোচিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। * লেখকের দৃশ্য বর্ণনার শক্তি আছে; স্থানে স্থানে পড়িতে ভাল লাগে। * * আমরা এই নবীন কবির প্রশংসাই করিলাম, শুদ্ধ সৎসাহিত্যের সেবায় তিনি যশস্বী হউন।

* *

শ্রীবরদাকান্ত মুখোটী
প্রকাশক।

শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত গ্রন্থাবলী :—

নলোপাখ্যান (নাটক)	...	...	যন্ত্রস্থ
কুরুক্ষেত্র-কলঙ্ক (কাব্য)	...	...	বাঁধাই মূল্য ১৲
কৌরব-কলঙ্ক (নাটক)	...	...	„ ৷৹
বঙ্গের কলঙ্ক (কাব্য)	...	...	বাঁধাই „ ৸৹

কালামৃধা (ফরিদপুর) গ্রন্থকারের নিকট ও কলিকাতা ২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।